সুশাসনে গড়ি সোনার বাংলা

প্রশাসন প্রবাহ

শনিবার ‖ ৬ষ্ঠ বর্ষ ◆ সংখ্যা ০৩ ◆ ২৫ জুন ২০২২ খ্রিস্টাব্দ ◆ ১১ আষাঢ় ১৪২৯ বাংলা ◆ ২৫ জিলক্বদ ১৪৪৩ হিজরি ◆ পৃষ্ঠা - ৮ ◆ মূল্য-৫ টাকা

‘স্বপ্নের পদ্মা সেতু উদ্বোধনের মাহেন্দ্রক্ষণে জাতির পিতার প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা’

ফরিদপুর জেলা প্রশাসনের চার দিন ব্যাপি বর্ণাঢ্য আয়োজন

অদম্য বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার প্রতিচ্ছবি স্বপ্নের পদ্মা সেতু’র উদ্বোধন

আলমগীর জয়

অদম্য বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার প্রতিচ্ছবি স্বপ্নের পদ্মা সেতু এখন বাস্তব; দৃষ্টি সীমার দিগন্ত জুড়ে মর্যাদা ও সক্ষমতার এক উজ্জল দৃষ্টান্ত। দেশের সর্ববৃহৎ ৬.১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এই সেতু ১৬ কোটি মানুষের আবেগ ও বঞ্চনার পরিসমাপ্তির এক অনন্য উপাখ্যান। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর স্বাপ্নিক ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্ব, অপরিমেয় সাহস, প্রজ্ঞা ও দৃঢ়তার প্রতীক পদ্মা সেতুর শুভ উদ্বোধন করবেন। সব বাঁধা উপেক্ষা করে স্বপ্নের এ সেতু উদ্বোধনের মাহেন্দ্রক্ষণে প্রতিটি বাঙালির হৃদয় আজ আনন্দে উদ্বেলিত। নানা প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে কোনরূপ বৈদেশিক সাহায্য ছাড়াই বাংলাদেশের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে ৬.১৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের দেশের সর্ববৃহৎ সেতু-পদ্মা সেতু; যেটি দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলের ১৯টি জেলার সাথে ঢাকাসহ দেশের উত্তর ও উত্তর পূর্বাঞ্চলের যোগাযোগ সহজতর করবে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী অন্যতম

বড় অর্জন পদ্মা সেতু ২৫ জুন ২০২২ তারিখ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা উদ্বোধন করবেন যা দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক সক্ষমতার পরিচায়ক। গত ৬ জুন, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ পদ্মা সেতু উদ্বোধন বিষয়ে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ফরিদপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক অতুল সরকার। পুলিশ সুপার মো. আলিমুজ্জামান, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি শামীম হক, সাধারণ সম্পাদক ইশতিয়াক আরিফ, সদর উপজেলা চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাক মোল্লা, পৌরমেয়র অমিতাভ বোস, প্রেসক্লাবের সভাপতি কবিরুল ইসলাম সিদ্দিকী, জেলার সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, রাজনীতিবিদসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ এতে অংশ নেন। ঐতিহাসিকক্ষণকে স্মরণীয় করে রাখতে ফরিদপুর জেলা প্রশাসন নানা আয়োজনে চার দিন ব্যাপি বর্ণাঢ্য উৎসব ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক ● পৃষ্ঠা ২ : কলাম ১

ফরিদপুরে প্রধানমন্ত্রীর ঈদ উপহার

নিজস্ব প্রতিবেদক

ঈদের আগে তৃতীয় ধাপে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আশ্রয়ন-২ প্রকল্পের ঈদ উপহারের ঘর পেয়েছে ফরিদপুর জেলার ০৯ টি উপজেলায় ৬ শত ৯৬ টি পরিবার। ঈদ উপহার হিসেবে প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে কবুলিয়ত, জমির খতিয়ান, গৃহ প্রদানের সনদসহ ঘরের চাবি হস্তান্তর করেন। ২৬ এপ্রিল, ২০২২ মঙ্গলবার গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এসব ঘর হস্তান্তর করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি ফরিদপুরের নগরকান্দা উপজেলার পোড়াদিয়া বালিয়া আশ্রয়ণ ● পৃষ্ঠা ২ : কলাম ১

স্বপ্নের পদ্মা সেতু

দ্রুত সেবা পাবে ফরিদপুরের জনগণ

নিজস্ব প্রতিবেদক

স্বপ্নের পদ্মা সেতু। স্বপ্নের এই সেতু দিয়ে রাজধানী ঢাকার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হবে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১টি জেলা। এছাড়া ঢাকা-ভাঙ্গা সড়কে এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের ফলে এই রুটে যাতায়াতের সময় কমেছে। সেতু চালু হলে রাজধানীতে কর্মরত ফরিদপুর অঞ্চলের মানুষ নিজ বাড়ি থেকেই অফিস করতে পারবেন। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বর্তমানে ফরিদপুর থেকে ঢাকা যেতে পাঁচ ঘণ্টার বেশি সময় লাগছে। তবে সেতু খুললে দুই ঘণ্টার মধ্যে রাজধানীতে পৌঁছাতে পারবেন ফরিদপুরবাসী। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের সাংগঠনিক সম্পাদক ও ফরিদপুর মোটর ওয়ার্কার ইউনিয়নের সভাপতি মো. জুবায়ের জাকির বলেন, পদ্মা সেতু চালুর ফলে খুব কম সময়েই ফরিদপুরবাসী ঢাকায়

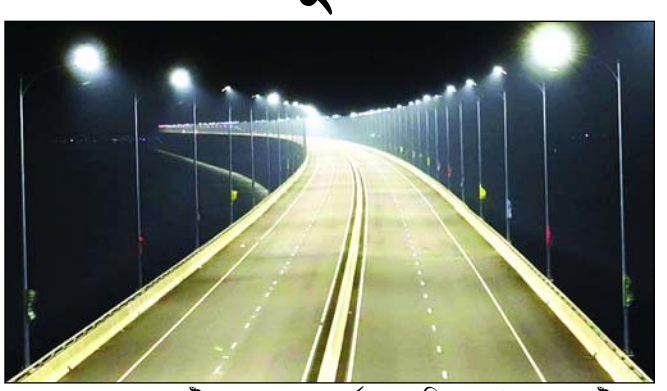

পৌঁছাতে পারবেন। বর্তমানে ফরিদপুর থেকে ভাঙ্গা পৌঁছাতে ঘণ্টাখানেক সময় লাগে। ভাঙ্গা থেকে কাঁঠালবাড়ি পৌঁছাতে আরও প্রায় এক ঘণ্টা লাগে। স্বাভাবিক সময়ে ফেরি পার হতে লাগে দুই ঘণ্টা। পরে মাওয়া ● পৃষ্ঠা ২ : কলাম ২

প্রযুক্তি নির্ভর জ্ঞান শিক্ষার্থীদের এগিয়ে নেবেঃ অতুল সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদক

ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক অতুল সরকার বলেছেন, প্রযুক্তি নির্ভর জ্ঞান শিক্ষার্থীদের এগিয়ে নেবে। আগামী দিনে টেলিভিশনের রিমোট থাকবে না, থাকবে মনের ইচ্ছা। মন যে চ্যানেল দেখতে চাইবে, সেটাই সামনে আসবে। তিনি আরো বলেন, মনের যত প্রশ্ন আছে, তার প্রত্যেকটার উত্তর আছে। আজকের ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের সেসব প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করতে হবে। শিক্ষার্থীরা যত বেশি অনুসন্ধান করতে পারবে তত বেশি জানতে পারবে। ‘বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও নৈতিকতা-একসূত্রে গাঁথা’ শ্লোগানকে সামনে রেখে ফরিদপুরে ৪৩তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহের পুরস্কার বিতরণী ও সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ● পৃষ্ঠা ২ : কলাম ১

শেখ রাসেল স্কুল এন্ড কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

নিজস্ব প্রতিবেদক

ফরিদপুরে শেখ রাসেল স্কুল এন্ড কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। গত ৩ জুন, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ শুক্রবার সকাল ১১টায় শহরের হাউজিং এস্টেটে এ ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা অতুল সরকার প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে ভিত্তি ফলক উন্মোচন করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন হাউজিং এস্টেট কল্যাণ সমিতির সভাপতি ডা: এম এ জলিল। স্বাগত বক্তব্য দেন হাউজিং এস্টেট কল্যাণ ● পৃষ্ঠা ২ : কলাম ১

অর্থনৈতিক অঞ্চল হচ্ছে ফরিদপুর

নিজস্ব প্রতিবেদক

অর্থনৈতিক অঞ্চল হচ্ছে ফরিদপুর জেলা। ইতোমধ্যে জেলা প্রশাসক অতুল সরকার কর্তৃক প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। অনুমোদনপূর্বক কার্যক্রম শুরু হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান, উৎপাদন, এবং রপ্তানী বৃদ্ধি ও বহুমুখীকরণের উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে পশ্চাৎপদ ও অনগ্রসর এলাকাসহ সম্ভাবনাময় সকল এলাকায় ২০৪১ সালের মধ্যে ১শত টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ১ কোটি মানুষের কর্মসংস্থান করার অনন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ফরিদপুর ● পৃষ্ঠা ২ : কলাম ২

উজ্জীবিত ফরিদপুরবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদক

স্বপ্নের পদ্মা সেতুর চালুর মধ্যে দিয়ে ব্যাপক উন্নয়নের আশায় উজ্জীবিত ফরিদপুরবাসী। স্থানীয়দের ভাষ্য, পদ্মা সেতু চালু হলে এ অঞ্চলের যাতায়াত ব্যবস্থায় অভাবনীয় উন্নয়নের পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, নতুন নতুন কর্মসংস্থান ● পৃষ্ঠা ২ : কলাম ২

প্রধানমন্ত্রীর ১০টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ নিয়ে কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নিয়ে ফরিদপুরে দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৭ জুন ২০২২ খ্রিস্টাব্দ মঙ্গলবার সকাল ১০ টায় জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ প্রশিক্ষণ কর্মশালাটি শুরু হয়। দিনব্যাপী এ কর্মশালার উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি জেলা প্রশাসক অতুল সরকার। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিটের উদ্যোগে ও জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় আয়োজিত কর্মশালায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) দীপক কুমার রায়ের সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিটের উপ-পরিচালক আশরাফুল আলম। কর্মশালায় কি-নোট উপস্থাপন করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) তাসলিমা আলী। প্রধান অতিথি জেলা প্রশাসক অতুল সরকার বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বাস্তবায়নে ● পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৩

‘সঠিক মূল্য ও সুফল পাবে সকল সবজি চাষি’

নিজস্ব প্রতিবেদক

স্বপ্নের পদ্মা সেতু। সেতুর কারণে দক্ষিণাঞ্চলের ২১ জেলার মানুষের আর্থ সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হবে, কৃষি অর্থনীতিতে পড়বে ইতিবাচক প্রভাব। কৃষিপণ্যের নিরাপদ ও সহজ পরিবহন কৃষকদের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করবে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন সেতু চালু হলে সালথা ও নগরকান্দা উপজেলার পেঁয়াজ চাষিরা লাভবান হবেন সরাসরি। সদরপুরের ফল ও সবজি চাষি এবং মধুখালীর মরিচ চাষিরাও সেতুর সুফল পাবেন। তবে সংশ্লিষ্টরা বলছেন সেতু চালু হলে শুধু চাষিদের উপকার হবে না, এতে বাজার ভারসাম্যও রক্ষা হবে। বিভিন্ন এলাকায় সহজেই উৎপাদিত ফসল পৌঁছানোর সুযোগে কম দামে পেঁয়াজ, সবজি ও বিভিন্ন ফল খেতে পারবেন সাধারণ মানুষ।

ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতে বাড়বে পেঁয়াজের উৎপাদন

স্থানীয় চাষি ও কৃষি বিভাগ জানায়, দেশের মধ্যে ফরিদপুর জেলা পেঁয়াজ উৎপাদনে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে। আর জেলার ৯টি উপজেলার মধ্যে শুধু সালথা ও নগরকান্দা উপজেলাতেই যে পেঁয়াজ উৎপন্ন হয় তা বাকি সাত উপজেলার সমান। তবে পচনশীল এই মসলা জাতীয় পণ্য বাধ্য হয়েই অনেক সময় কম দামে বিক্রি করে দিতে হতো প্রান্তিক চাষিদের, যা আগামী মৌসুমে থেকে আর করতে হবে না। পদ্মা সেতু দিয়ে সহজেই রাজধানীসহ পাশের বিভিন্ন জেলায় পৌঁছে যাবে সালথা-নগরকান্দা তথা ফরিদপুরের পেঁয়াজ। সরেজমিনে সালথার কয়েকটি এলাকা ঘুরে পেঁয়াজ চাষিদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, গত দুই বছরে মাঠের কৃষক এক ● পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৩

সুশাসনে গড়ি সোনার বাংলা

শেষ পৃষ্ঠা ❑ শনিবার

প্রশাসন প্রবাহ

৬ষ্ঠ বর্ষ ◆ সংখ্যা ০৩ ◆ ২৫ জুন ২০২২ খ্রিস্টাব্দ ◆ ১১ আষাঢ় ১৪২৯ বাংলা ◆ ২৫ জিলক্বদ ১৪৪৩ হিজরি

ফরিদপুরে পক্ষকালব্যাপী জসীম পল্লী মেলা সমাপ্ত

‘কবি জসীম উদ্‌দীন শক্তিমান আধুনিক কবিও’

নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রধানমন্ত্রী বিদ্যুৎ,জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম বলেছেন, কবি জসীম উদদীন আমাদের গর্ব, তিনি আমাদের অহংকার। বাংলা সাহিত্যে পল্লীর উপাদানকে তুলে এনে তিনি বাঙলার গ্রামীণ জীবনকে সারাবিশ্বে পরিচিত করে তুলেছেন। এজন্য তাকে পল্লী কবি বলা হয়। তবে তিনি শুধু পল্লী কবিই নন। তিনি বাংলা সাহিত্যের আধুনিক ধারার একজন শক্তিমান কবি। তিনি একজন উচ্চ মানের সাহিত্যিক। তাকে শুধু পল্লী কবি বললে তাকে ছোট করা হবে। তিনি বলেন, বাংলা সাহিত্যের এই শক্তিমান কবির সাহিত্য কর্ম সারাবিশ্বে ছড়িয়ে দিতে হবে। কবি জসীম উদদীনকে নিয়ে আরো বেশি বেশি গবেষণা করতে হবে। ১৫ মে, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ রবিবার বিকেলে ফরিদপুরের অম্বিকাপুরে ● পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ১

শিল্পসমৃদ্ধ ফরিদপুর গড়ার স্বপ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদক

স্বপ্নের পদ্মা সেতু। সেতুর ওপর দিয়ে চলাচলের অপেক্ষার প্রহর গুনছে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের মানুষ। আর ফরিদপুরের মানুষ স্বপ্ন দেখছে শিল্পসমৃদ্ধ এক জেলার।

এরই মধ্যে ফরিদপুর অংশে পদ্মা সেতু মহাসড়কের এক্সপ্রেসওয়ে ও সংযোগ সড়ক খুলে দেওয়া হয়েছে। অপেক্ষা শুধু পদ্মা সেতু দিয়ে পারাপারের। সেতুটি দিয়ে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১টি জেলা সরাসরি ঢাকার সঙ্গে যুক্ত হবে। যাতায়াতে সুবিধার পাশাপাশি এই সেতু দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলসহ পুরো দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে অভিমত অর্থনীতিবিদ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের। ফরিদপুরে সেই ছাপ এরই মধ্যে পড়তে শুরু করেছে। অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান জমি কিনে স্থাপনা নির্মাণ শুরু করেছে। একসময় পাটশিল্পের জন্য বিখ্যাত এ জেলায় ফের সুদিন ফিরবে বলে আশা এলাকাবাসীর।

ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক অতুল সরকার বলেন, দেশের উত্তরবঙ্গে বছরের একসময় মঙ্গা দেখা দিত। ওই সময় মানুষ না খেয়ে মারা যেত। তবে যমুনা নদীর ওপর বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণের ফলে উত্তরাঞ্চল ● পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ১

পদ্মা পাড়ি দিয়ে যাবে তাজা ইলিশ

ডেস্ক রিপোর্ট

ফরিদপুরের পদ্মার ইলিশসহ এই অঞ্চলে জেলেদেও শিকার করা ইলিশ এবার পদ্মা সেতু পাড়ি দিয়ে যাবে ঢাকাসহ অন্যান্য এলাকায়। এসবই ভাবছেন এ অঞ্চলেল ব্যবসায়ীরা। এতে করে ব্যবসায়ী এবং জেলে উভয়েরই লাভ হবে। ক্রেতা সাধারণও পাবে বরফমুক্ত ইলিশ মাছ; যা তরতাজা স্বাদেই। কমবে মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্যও।

পদ্মা নদীতে প্রাপ্ত ইলিশের স্বাদ অসাধারণ। অন্যান্য স্থানের ইলিশেল তুলনায় কোন অংশে কম নয়। এছাড়া বরিশালের ইলিশের চাহিদাও দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিদেশে আকাশচুম্বী। যখনই ● পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ১

খুলছে ফরিদপুরসহ ২১ জেলার অর্থনীতির দ্বার

নিজস্ব প্রতিবেদক

স্বপ্নের পদ্মা সেতু। এই সেতুর কারণে অর্থনীতির দ্বার খুলছে ফরিদপুরসহ দেশের দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলের ২১ জেলার মানুষের। এতদিন দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১ জেলাকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল পদ্মা। উন্নয়নের সামনে যে পদ্মা এতকাল দেওয়াল হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেখানে বাস্তবে রূপ নিচ্ছে স্বপ্নের পদ্মা সেতু। উদ্বোধনের পর থেকে রাজধানী ঢাকার সাথে সরাসরি যুক্ত হচ্ছে এ অঞ্চলের ২১ জেলা। এতে করে সচল হবে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের গ্রামীণ অর্থনীতি। গড়ে উঠবে শিল্প কলকারখানাসহ বহু বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। বাড়বে মানুষের কর্মসংস্থান কমবে বেকার সমস্যা। এদিকে, আগে ফেরি ও লঞ্চ ছাড়া সড়ক ● পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ১

ফরিদপুরে গণহত্যা দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিবেদক

২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস উপলক্ষে ফরিদপুরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া দিবসটিতে নানা কর্মসূচির মাধ্যমে নিহতদের স্মরণ করছে ফরিদপুর জেলা প্রশাসন।

সকাল ১০ টায় জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে গণহত্যা দিবস উপলক্ষে আলোচনা ● পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ১

পদ্মা সেতুর দুই পাড়ে থানা

ডেস্ক রিপোর্ট

পদ্মা সেতুর নিরাপত্তায় দুই পাড়ে দুই থানা চালু হচ্ছে। চারতলা দুটি নতুন নির্মিত থানা ভবন থাকবে। দুটি থানায় মূলত সেতুর নিরাপত্তা এবং এর সংশ্লিষ্ট এলাকার সাধারণ মানুষের আইনি সহায়তার ● পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ২

কমমূল্যে টিসিবির পণ্য বিক্রি

শঙ্কা দূর হয়ে স্বস্তি এসেছে সাধারণ মানুষের মাঝে

নিজস্ব প্রতিবেদক

অসাধু ব্যবসায়ী চক্রের অবৈভাবে মূল্য বৃদ্ধির কারনে বাড়তি মূল্যে পণ্য ক্রয় করতে হয় সাধারণ জনমানুষের। তাই মনে একটা শঙ্কা তৈরী হয় মানুষের মধ্যে। তবে এবারে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক টিসিবির মাধ্যমে কম মূল্যে ● পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ২

দক্ষিণের পথে বাড়বে বিআরটিসির বাস

ডেস্ক রিপোর্ট

পদ্মা সেতু চালুর পর দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বাসের সংখ্যা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকারের পরিবহন সংস্থা বিআরটিসি। এত দিন বিআরটিসির বাস ছিল না, এমন প্রায় সব জেলায় বাস চালু করতে চায় সংস্থাটি। তারা পদ্মা সেতু হয়ে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত (এসি) ও নন-এসি দুই ধরনের বাসই নামাবে। নতুন ৬০ থেকে ৭০টি বাস বিভিন্ন পথে চালুর প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বর্তমানে ফেরি পারাপারের মাধ্যমে ঢাকা থেকে খুলনা ও যশোর এ দুটি পথে ১৬ ● পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ২

মুক্তির প্রত্যয়ে উদ্দীপ্ত হওয়ার প্রেরণাদায়ী মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস

নিজস্ব প্রতিবেদক

২৬ মার্চ; মুক্তির প্রত্যয়ে উদ্দীপ্ত হওয়ার প্রেরণাদায়ী মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস। দিনটি উপলক্ষ্যে ফরিদপুর জলা প্রশাসন দিনব্যাপী কর্মসূচি গ্রহণ ও উদযাপন করে। এদিন সকাল ৬.৪৫ টায় গোয়ালচামট শহীদ স্মৃতিফলকে মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক জনাব অতুল সরকার। সকাল ৭.০০ টায় একই স্থান হতে ● পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ২

সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি ঃ **অতুল সরকার**, জেলা প্রশাসক, ফরিদপুর

সম্পাদক ও প্রকাশক ঃ **মোসাঃ তাসলিমা আলী**, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), ফরিদপুর। প্রকাশক কর্তৃক জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ফরিদপুর থেকে প্রকাশিত।

অদম্য বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার

● প্রথম পৃষ্ঠার পর

অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠান সূচির মধ্যে রয়েছে ২৫ জুন ২০২২ খ্রিস্টাব্দ সকাল ৯:০০ টায় ফরিদপুর জেলার সকল শ্রেনী-পেশার মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে শোভাযাত্রা, যা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ফরিদপুর এর সামনে থেকে শেখ জামাল স্টেডিয়াম, ফরিদপুর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। সকাল ১০:০০ টায় সকাল ১০ টায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রথমে মুন্সীগঞ্জ প্রান্তে শুভ উদ্বোধন করবেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে শরীয়ত পুরের জাজিরা প্রান্তে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বাংলাদেশ টেলিভিশন সহ সকল স্যাটেলাইট চ্যানেলে একযোগে সরাসরি সম্প্রচার করা হবে। শেখ জামাল স্টেডিয়াম, ফরিদপুর-এ বড় পর্দায় প্রদর্শিত উক্ত অনুষ্ঠানে জেলার সকল শ্রেনী-পেশার মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিকাল ৪:০০ টায় পদ্মা সেতু ও বাংলাদেশ শীর্ষক আলোচনা সভা শেখ জামাল স্টেডিয়াম, ফরিদপুর অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া ২৫ ও ২৬ জুন উভয়দিন সন্ধ্যা ০৬:৩০ টা মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেখ জামাল স্টেডিয়াম, ফরিদপুর এবং রাত ৯:০০ টা থেকে ১০:০০ টা বর্ণাঢ্য আলোকোৎসব শেখ জামাল স্টেডিয়াম, ফরিদপুর সম্পন্ন হবে। এর আগে গত ২২ জুন ২০২২ খ্রিস্টাব্দ জেলার সকল শিশুর অংশগ্রহণে পদ্মা সেতু শীর্ষক চিত্রাঙ্কন ও স্বরচিত কবিতা, ছড়া, গান এবং গল্প, প্রবন্ধ সৃজন প্রতিয়োগিতা এবং ২৩ জুন, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে পদ্মা সেতু: যোগযোগ ও সমৃদ্ধির নতুন দিগন্ত শিরোনামে রচনা, কবিতা, ছড়া, গান, গল্প, প্রবন্ধ সৃজন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মঞ্চ পদ্মা সেতুর আদলে তৈরি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পদ্মা সেতুর ছবি সম্বলিত বিভিন্ন ধরণের ব্যানার, ফেস্টুন ও বেলুন দিয়ে শেখ জামাল স্টেডিয়াম বর্ণিল সাজে সজ্জিতকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পদ্মা সেতুর উদ্বোধন উপলক্ষে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক ও সড়কদ্বীপ ব্যানার, ফেস্টুন ইত্যাদি দিয়ে সাজানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এদিকে দিবসটি উদযাপন উপলক্ষ্যে ০৮ কমিটি ও উপকমিটি করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে পদ্মা সেতু উদ্বোধন উদযাপন কমিটি, সমন্বয় কমিটি, শোভাযাত্রা উপকমিটি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপকমিটি, সার্বিক আইন-শৃংখলা উপকমিটি, মঞ্চ ও শহর সজ্জিতকরণ উপকমিটি, আলোচনা উপকমিটি প্রভৃতি। ফরিদপুর জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে পদ্মা সেতুর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ঐতিহাসিকক্ষণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সকলের অংশগ্রহণসহ সার্বিক সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে।

ফরিদপুরে প্রধানমন্ত্রীর ঈদ উপহার

● প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রকল্পসহ বরগুনা সদরের খাজুরতলা আশ্রয়ণ প্রকল্প, সিরাজগঞ্জ সদরের খোকশাবাড়ি আশ্রয়ণ প্রকল্প এবং চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলার হাজীগাঁও আশ্রয়ণ প্রকল্প ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সংযুক্ত হয়ে কথা বলেন।

ঘর হস্তান্তর অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সে ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক জনাব অতুল সরকার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট ফরিদপুর জেলার ঘর নির্মাণের চিত্র তুলে ধরে বক্তব্য প্রদান করেন। এ সময় প্রধানমন্ত্রী নগরকান্দা উপজেলার দু'জন উপকারভোগীর সঙ্গে কথা বলেন।

ফরিদপুরের নগরকান্দা উপজেলায় উপকারভোগীদের হাতে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে ঘরের চাবি তুলে দেন ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার জনাব মোঃ খলিলুর রহমানসহ প্রশাসনের কর্মকর্তাগণ ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিবৃন্দ। উপস্থিত ছিলেন ঢাকা রেঞ্জের ডিআইজি জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, প্রধান মন্ত্রীর প্রেস উপ-সচিব জনাব শাখাওয়াত মুন, পুলিশ সুপার জনাব আলিমুজ্জামান, জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি এ্যাডভোকেট সুবল চন্দ্র সাহা, ফরিদপুরের পৌর মেয়র জনাব অমিতাব বোস, নগরকান্দা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব মনিরুজ্জামান সরদার, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব জেতী প্রু , সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার জনাব সুমিনুর রহমান, সহকারী কমিশনার (ভূমি) জনাব এন এম আব্দুল্লাহ আল মামুন, পৌর মেয়র জনাব নিমাই চন্দ্র সরকারসহ স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ।

এর আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে ঈদ উপলক্ষ্যে ফরিদপুরের ভূমি ও গৃহহীনদের জমিসহ বাড়ি প্রদান উপলক্ষ্যে ফরিদপুর জেলা প্রশাসনের আয়োজনে প্রেস ব্রিফিং সম্পন্ন হয়।

ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক অতুল সরকার, স্থানীয় সরকারের উপপরিচালক মোহাম্মদ আসলাম মোল্লা, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) মোসাঃ তাসলিমা আলী, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হেলাল উদ্দিন ভূইয়া, জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি সুবল চন্দ্র সাহা, রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর ইমাম আল রাজী, ফরিদপুর সদর উপজেলার পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুর রাজ্জাক মোল্লা, নগরকান্দা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সর্দার মনিরুজ্জামান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। প্রেস ব্রিফিং এ প্রেসক্লাবের সভাপতি মোঃ কবিরুল ইসলাম সিদ্দিকী, সাধারণ সম্পাদক মোঃ মাহবুবুল ইসলাম পিকুলসহ বিভিন্ন প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক্স ও অনলাইন গণমাধ্যম কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

প্রেস ব্রিফিং এ উল্লেখ করা হয়, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম লালিত স্বপ্ন ছিল বাংলার গরীব দুঃখী নিঃস্ব মানুষের মুখে হাসি ফোটাবার। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি নোয়াখালী জেলার (বর্তমানে লক্ষ্মীপুর) চরপোড়াগাছা গ্রাম পরিদর্শন করেন এবং গৃহহীন মানুষের জন্য প্রথম গৃহ নির্মাণের নির্দেশ প্রদান করেন। জাতির পিতার এই স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে মুজিব শতবর্ষে "বাংলাদেশের একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না, ঠিকানাবিহীন থাকবে না; মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ ঘোষণা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এবং ঈদ উপলক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশব্যাপী ৩য় পর্যায়ে ৩৪ হাজার ০৯ শত ০৪ টি ভূমি ও গৃহহীন পরিবারকে ঈদ উপহার হিসেবে ০২ শতাংশ জমিসহ গৃহ হস্তান্তর কার্যক্রমের বিষয়ে প্রেস ব্রিফিং এ জানানো হয়।

ব্রিফিং এ আরো জানানো হয়, ফরিদপুর জেলায় ৩টি পর্যায়ে মোট ৪ হাজার ৯শত ৯৪ টি পরিবারকে জমিসহ গৃহ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করা হয়। ইতোমধ্যে ১ম পর্যায়ে ২ হাজার ৩৫ টি পরিবার, ২য় পর্যায়ে ১ হাজার ৫ শত ৭২ টি পরিবারকে জমিসহ গৃহ প্রদান করা হয়েছে। উদ্বোধনযোগ্য ৬শত ৯৬টি ঘরসহ এ জেলায় এ পর্যন্ত মোট ৪ হাজার ৩০৩ টি পরিবারকে ০২ শতাংশ জমিসহ গৃহ প্রদান করা হলো। ৩য় পর্যায়ে মোট ১ হাজার ৩শত ৮৭ টি ভূমি ও গৃহহীন পরিবার পাচ্ছে তাঁদের স্বপ্নের আশ্রয়স্থল। এ ধারাবাহিকতায় নগরকান্দা উপজেলা ১১০ টি ভূমিসহ গৃহ প্রদানের মাধ্যমে 'ক' শ্রেণির ভূমি ও গৃহহীন মুক্ত হলো। এসকল পরিবারের সদস্য যারা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপহার গ্রহণ করবেন তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থানসহ সকল ধরণের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে প্রত্যেক উপজেলায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘরগুলোর স্থানীয় গ্রোথ সেন্টারের নিকটবর্তী স্থানে স্থাপন করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সুবিধা ও বিশুদ্ধ খাবার পানি উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়েছে। গৃহ নির্মাণ কাজে সহযোগিতা করার জন্য স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সহকারী কমিশনার (ভূমি), আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, উপজেলা প্রকৌশলী, উপজেলা প্রকল্প বাস্তাবায়ন কর্মকর্তা, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া সহযোগীতা প্রদান করেছেন উল্লেখ করে তাদেরসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানানো হয়।

শেখ রাসেল স্কুল এন্ড কলেজের

● প্রথম পৃষ্ঠার পর

সমিতির সাধারণ সম্পাদক রোটারিয়ান মো. মোস্তাফিজুর রহমান লাবলু। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন ফরিদপুর পৌরসভার কাউন্সিলর মো. নুর ইসলাম মোল্লা, হাউজিং এস্টেট এর বাসিন্দা শাহীন চৌধুরী, কাজী ইমাম হোসেন, অধ্যাপক সুব্রত কুমার মিত্র প্রমুখ।

উল্লেখ্য গণপূর্ত বিভাগের উদ্যোগে ১৯৮৮ সালে শহরের মহিম ইনস্টিটিউশনের পাশে রঘুনন্দনপুর এলাকায় এ হাউজিং স্টেট গড়ে তোলা হয়। এখানে ৪২৬টি প্লটে সহস্রাধিক পরিবার বসবাস করে। ২০০০ সাল থেকে এ এলাকায় বসতি গড়ে ওঠে। দীর্ঘদিন যাবত এলাকাটিতে একটি মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দাবী ছিল বাসিন্দাদের। সে প্রেক্ষিতেই জেলা প্রশাসক অতুল সরকার উদ্যোগটি গ্রহণ করছেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক অতুল সরকার বলেন, অবকাঠামো নির্মাণ করে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি দ্রুত চালু করার জন্য যাবতীয় উদ্যোগ প্রশাসনের পক্ষ থেকে নেওয়া হবে। আগামী ২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকেই নব নির্মিত এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্য কার্যক্রম শুরু করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এর আগে প্রধান অতিথি ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্যাম্পাসে একটি কাঠ বাদাম গাছের চারা রোপন করেন।

প্রযুক্তি নির্ভর জ্ঞান শিক্ষার্থীদের

● প্রথম পৃষ্ঠার পর

জেলা প্রশাসক একথা বলেন। জেলা প্রশাসক আরো বলেন, বিজ্ঞানী যে শুধু পদার্থ বা রসায়নে হবে এমন নয়, বাংলা সাহিত্যেও বিজ্ঞানী হতে পারে। ভাষার বৈচিত্র নিয়ে কাজ করা যেতে পারে। ইতিহাস বা সমাজকর্মেও বিজ্ঞানী হওয়ার আগ্রহ থাকতে হবে। ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে জেলা প্রশাসক অতুল সরকার বলেন, ২০৪১ সালের উন্নত বাংলাদেশের নেতৃত্বে তোমাদেরই এগিয়ে আসতে হবে। এজন্য প্রযুক্তি শিক্ষায় এগিয়ে আসবে, না হলে অন্ধকারে তলিয়ে যেতে হবে।

২৯ মার্চ, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ৩ টায় জেলা প্রশাসনের আয়োজনে এবং জাতীয় বিজ্ঞান প্রযুক্তি যাদুঘরের সহযোগিতায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) মোহাম্মদ সাইফুল কবির অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন সরকারি রাজেন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর অসীম কুমার সাহা, সরকারি ইয়াছিন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর শীলা রানী মন্ডল, জেলা শিক্ষা অফিসার বিষ্ণু পদ ঘোষাল, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ তৌহিদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন ফরিদপুর সদর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) লাভলী ইয়াসমিন। অনুষ্ঠানে ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের মাঝে পুরষ্কার বিতরণ করা হয়।

সকালে মেলা প্রাঙ্গন ও ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন জেলা প্রশাসক অতুল সরকারসহ অন্যান্যরা। এর আগে ২৮ মার্চ ২০২২ খ্রিস্টাব্দ সোমবার সকালে তারার মেলা ঈশান মেমোরিয়াল স্কুলে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ উপলক্ষ্যে বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড, বিজ্ঞান বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিজ্ঞান মেলায় মোট চল্লিশটি স্টলে জেলার মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুল বিভিন্ন কলেজ থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা বিজ্ঞান ভিত্তিক বিভিন্ন বিষয় প্রদর্শন করে।

দ্রুত সেবা পাবে

● প্রথম পৃষ্ঠার পর

থেকে ঢাকায় পৌঁছাতে আরও এক ঘণ্টা সময় লাগে। সেতু খুললে ফরিদপুর থেকে দুই ঘণ্টার মধ্যে ঢাকায় পৌঁছা যাবে বলে জানান তিনি।

এদিকে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পের কাজ। বেড তৈরির কাজ শেষের পথে। জংশনের কাজও শুরু হয়েছে। পদ্মা সেতুতে রেল চালু হলে ভাঙ্গা থেকে ঢাকায় যাতায়াত আরও সহজ হবে। মাত্র ৪৫-৫০ মিনিটে ভাঙ্গা থেকে ঢাকায় পৌঁছা যাবে। রাজধানীতে কর্মরত এ অঞ্চলের মানুষ নিজ বাড়ি থেকেই অফিস করতে পারবেন।

ভাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশনের মাস্টার সি এম আক্তার হায়দার বলেন, পদ্মা সেতুকে কেন্দ্র করে ভাঙ্গা থেকে রাজশাহী পর্যন্ত আন্তঃনগর ট্রেন চালু হয়েছে। এছাড়া ভাঙ্গা থেকে ভাটিয়াপাড়া পর্যন্ত একটি লোকাল ট্রেনও চলছে। ট্রেনে চলাচল করে মানুষ শান্তি পাচ্ছেন। পদ্মা সেতু দিয়ে রেল চলাচল শুরু হলে ঢাকায় যাতায়াত আরও সহজ হবে, তখন মানুষ বাড়ি থেকেই রাজধানীর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে গিয়ে কাজ করতে পারবেন।

সংশ্লিষ্টরা জানান, ইতোমধ্যে সেতুর সংযোগ সড়ক ও এক্সপ্রেসওয়ে চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। দুই প্রান্তেই চলছে এখন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি। সেতুর ওপর দিয়ে চলাচলের জন্য অপেক্ষার প্রহর গুনছেন দক্ষিণাঞ্চলবাসী।

ঢাকার একটি বেসরকারি কোম্পানিতে কর্মরত ভাঙ্গা উপজেলার আলগী ইউনিয়নের বাসিন্দা রাশেদ হোসেন বলেন, প্রায় ১০ বছর ঢাকায় চাকরি করছি। যাতায়াতে ভোগান্তির কারণে বাড়িতে তেমন আসা হয় না। ফেরি ঘাটে এসে ভোগান্তি পোহাতে হয়। স্ত্রী, সন্তানদের নিয়ে বাড়িতে আসাও খুব কঠিন হয়ে পড়ে। পদ্মা সেতু উদ্বোধনের পর বাড়িতে চলে আসবো। বাড়ি থেকেই অফিস করবো ভাবছি। ঢাকায় খরচও অনেক বেড়ে গেছে, সেতুর কারণে যাতায়াত সহজ হবে, খুব কম সময়েই বাড়ি থেকে ঢাকায় আসা-যাওয়া করা যাবে।

ভাঙ্গা উপজেলার কালামৃধা ইউনিয়নের বাসিন্দা আরেক চাকরিজীবী শাওন আহমেদ বলেন, ঢাকার একটি কোম্পানিতে চাকরি করছি। বাড়িতে তেমন আসা হয় না। বাবা-মায়েরও বয়স হয়েছে। আমি একমাত্র ছেলে, বাড়িতে তাদের দেখাশোনা করারও কেউ নেই। পদ্মা সেতু নির্মাণের ঘোষণার পর থেকেই ভেবেছি, সেতু চালু হলে বাড়িতে চলে আসবো। বাড়ি থেকেই ঢাকায় অফিস করবো। ভাঙ্গা থেকে মাত্র ৭০-৮০ মিনিটে ঢাকায় পৌঁছা যাবে। তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি বাড়ি থেকেই প্রতিদিন অফিস করবো।

ব্যবসায়ী আদনান হোসেন বলেন, ঢাকায় গিয়ে একদিনে ফিরে আসা কঠিন হয়ে যেতো। এখন সকালে গিয়ে মালামাল কিনে বিকালের মধ্যেই চলে আসতে পারবো। তাছাড়া মালামাল কিনে ট্রাকে লোড করে দিলে দুই থেকে তিন দিন লাগতো পৌঁছাতে, ফেরিঘাটে এসে মাল আটকে থাকতো। এখন আর সমস্যা হবে না। সকালে মালামাল লোড দিলে, বিকালের মধ্যেই ট্রাক পৌঁছে যাবে।

ঢাকার একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবিএ অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী মাহফুজ হোসেন বলেন, যাতায়াতে ভোগান্তির কারণে ঢাকায় থেকে পড়ালেখা করি। পদ্মা সেতু চালু হলে বাড়ি থেকেই ক্লাস করা সম্ভব হবে। ঢাকায় যে খরচ হয়, বাড়ি থেকে প্রতিদিন যাতায়াত করলে তার চেয়ে খরচ কম হবে। এছাড়া সপ্তাহে ক্লাস হয় চার দিন। বাড়ি থেকে ক্লাস করতে তেমন সমস্যা হবে না। পরিবারের সদস্যদেরও সময় দিতে পারবো। ভাঙ্গা উপজেলার সংবাদকর্মী রমজান সিকদার বলেন, আগে অসুস্থ রোগীদের ঢাকায় নিয়ে যাওয়ার সময় ফেরিঘাটে আটকে থেকে অনেকেই মারা গেছেন। এখন এ কারণে আর কারও প্রাণ যাবে না আশা করি। এছাড়া লঞ্চ ও স্পিডবোটে পারাপারেরও অনেক দুর্ঘটনা হতো। সেতু চালু হলে আর কোনও অঘটন ঘটবে না। পাশাপাশি এই অঞ্চলের আর্থ সামাজিক অবস্থারও উন্নয়ন হবে বলে জানান তিনি। পুলিয়া গ্রামের বাসিন্দা সোহাগ হোসেন বলেন, পদ্মা সেতু দিয়ে বাস চলাচলে এই অঞ্চলের মানুষের যাতায়াত ব্যবস্থা খুব সহজ হবে। পাশাপাশি সেতুর রেল চালু হলে যাতায়াত আরও সহজ হবে। বাসের চেয়ে ট্রেনে চলাচলে সবাই বেশ স্বস্তি পাবেন। ভাঙ্গা বাজার বণিক সমিতির সভাপতি মো. শহিদুল হক বলেন, সেতুর মাধ্যমে শুধু দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের যাতায়াতের দুর্ভোগেরই অবসান হবে না, এই অঞ্চল তথা দেশে সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নেও এটি ভূমিকা রাখবে। সেতুর ওপর দিয়ে ২৫ জুন গড়াবে গাড়ির চাকা, ওই দিনের জন্য প্রহর গুনছেন এ অঞ্চলের মানুষ।

অর্থনৈতিক অঞ্চল হচ্ছে ফরিদপুর

● প্রথম পৃষ্ঠার পর

একটি কৃষি সমৃদ্ধ ঐতিহ্যবাহী জেলা। পদ্মা সেতু নির্মাণের ফলে এ জেলার সাথে রাজধানীসহ সারাদেশের সড়ক ও রেলপথে যোগাযোগ, পণ্য বিপণন এবং পরিবহন অত্যন্ত সহজ ও কম সময়ে হবে। ফরিদপুর জেলা পদ্মা নদী দ্বারা বিভক্ত হওয়ায় এ জেলার সদর উপজেলা ও চরভদ্রাসন উপজেলার বেশ কিছু এলাকা বর্তমানে ঢাকা, মানিকগঞ্জ, এবং ফরিদপুর জেলার সংযোগস্থল হিসেবে কাজ করছে। বর্তমান সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে এই চরাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নে তিনটি সেতু নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে, যার ফলে ঢাকা, মানিকগঞ্জ ও ফরিদপুর হতে সরাসরি সড়ক পথে যাতায়াত করা সম্ভব হবে শতভাগ বিদ্যুতায়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে, স্কুল - কলেজ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। চরাঞ্চলের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে মুজিব কেল্লা, সাইক্লোন সেন্টার, কমিউনিটি ক্লিনিক, ডিস্ট্রিক্ট ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট একাডেমি এবং শুটিং রেঞ্জ ও কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রচেস্টা অব্যাহত রয়েছে।

এই এলাকাগুলোতে মাদারীপুর, মানিকগঞ্জ, ঢাকা এবং দক্ষিন-পশ্চিম অঞ্চলের জেলাগুলো থেকে সড়ক, রেল ও নৌপথে অতি সহজে যাতায়াত করা সম্ভব। তাছাড়াও মংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দর কাছাকাছি হওয়ায় ঢাকার পরে ফরিদপুর জেলা দক্ষিন-পশ্চিম অঞ্চলের জন্য অর্থনৈতিক কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হবে। সেই বিবেচনায় অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠিত হলে একদিকে শিল্পায়নের মাধ্যমে এই অঞ্চলের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান হবে অন্যদিকে ঢাকার অদূরে একটি নতুন সমৃদ্ধ শিল্পনগরী গড়ে উঠবে।

ভৌগলিক অবস্থান, সুলভ মূল্যে জমির প্রাপ্যতা, যোগযোগ ব্যবস্থা ও সার্বিক বিবেচনায় হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর স্মৃতি বিজড়িত ফরিদপুর জেলায় অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা হলে এ এলাকার সার্বিক অর্থনৈতিক চিত্র পাল্টে যাবে; সমৃদ্ধ হবে ফরিদপুরের জনপদ।

উজ্জীবিত ফরিদপুরবাসী

● প্রথম পৃষ্ঠার পর

সৃষ্টি এবং শিল্প-কারখানা গড়ে উঠবে। এ অঞ্চলের আর্থসামজিক অবস্থার চিত্র বদলে যাবে।

জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, ইতোমধ্যে সেতুকে কেন্দ্র করে ফরিদপুর-মাদারীপুর সীমান্তবর্তী এলাকায় অলিম্পিক ভিলেজ, শেখ হাসিনা তাঁত পল্লী এবং ভাঙ্গায় বঙ্গবন্ধু মহাকাশ পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র তৈরি সূচনা হতে চলেছে।

ফরিদপুরের ব্যবসায়ীরা জানান, এক পদ্মা সেতুতেই বদলে যাবে ফরিদপুরের চিত্র। এক সময়ের অবহেলিত এ জেলা দক্ষিণবঙ্গের উন্নয়নের মডেল হিসেবে বিবেচিত হবে। পদ্মা সেতু চালুর পর বেশকিছু মেগা প্রকল্পের কাজ জেলার বিভিন্ন স্থানে শুরু হবে। তা ছাড়া যে কোনো সময় ঘোষণা হতে পারে বৃহত্তর ফরিদপুরের পাঁচ জেলা নিয়ে পদ্মা বিভাগ। তারা আরও বলেন, সেতু উদ্বোধনের পর থেকে রাজধানী ঢাকার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হচ্ছে এ অঞ্চলের ২১ জেলা। এতে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের গ্রামীণ অর্থনীতি সচল হবে। গড়ে উঠবে শিল্প কলকারখানাসহ বহু বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। বাড়বে মানুষের কর্মসংস্থান, কমবে বেকার সমস্যা।

ফরিদপুর প্রেসক্লাব সভাপতি মো. কবিরুল ইসলাম সিদ্দিকী বলেন, দেশের দক্ষিণবঙ্গকে আর্থসামাজিক উন্নয়নের দ্বার উম্মোচন করার লক্ষ্যেই স্বপ্নের এই পদ্মা সেতু। আমরা বঙ্গবন্ধু কন্যার প্রতি ঋণী।

ফরিদপুর জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি শামিম হক বলেন, আমাদের মতো দক্ষিণবঙ্গের মানুষ এখন উন্নয়নের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। এ অঞ্চলের মানুষের অর্থসামাজিক উন্নয়ন ঘটবে, সৃষ্টি হবে বেকারদের কর্মস্থান। মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হবে সেতু উদ্বোধনের মধ্যে দিয়ে।

ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক অতুল সরকার বলেন, সেতুকে কেন্দ্র করে এ জেলায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের উম্মোচন হবে। পদ্মা সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নের পর ১ দশমিক ২৩ শতাংশ হারে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) বৃদ্ধি পাবে। এছাড়াও দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জিডিপি বাড়বে ২ দশমিক ৩ শতাংশ।

তিনি বলেন, ইতিমধ্যে সেতুকে কেন্দ্র করে ফরিদপুর-মাদারীপুর সীমান্তবর্তী এলাকায় অলিম্পিক ভিলেজ, শেখ হাসিনা তাঁত পল্লী, ভাঙ্গায় বঙ্গবন্ধু মহাকাশ পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র তৈরি হতে চলেছে। এ জেলার প্রতিটি জায়গায় অর্থনৈতকি উন্নয়নরে ছোঁয়া লাগছে।

প্রধানমন্ত্রীর ১০টি উদ্ভাবনী

● প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান সরকারের প্রতিটি নির্বাচনী ইশতেহারেই দেশের সকল মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করাসহ দারিদ্র্য ও ক্ষুধা মুক্তি, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়কে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনের নিরিখে বিশেষ বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। যার মধ্যে নারীর ক্ষমতায়ন, আশ্রয়ন প্রকল্প, ডিজিটাল বাংলাদেশ, আমার বাড়ী আমার খামার, শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি, সবার জন্য বিদ্যুৎ, কমিউনিটি ক্লিনিক ও শিশুর মানসিক বিকাশ, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, পরিবেশ সুরক্ষা ও বিনিয়োগ বিকাশ অন্যতম যা প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দশ উদ্যোগ নামে পরিচিত। কর্মশালায় প্রধানমন্ত্রীর ১০ টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ স্থানীয় পর্যায়ে বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতা, সমাধান ও নতুন সম্ভাবনা চিহ্নিত করার পাশাপাশি উদ্যোগসমূহের বহুল প্রচারের করণীয় নির্ধারণের বিষয়ে গ্রুপ ডিসকাশনসহ সুপারিশ প্রদান করা হয়। দিনব্যাপী এ কর্মশালায় জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাগণ, জেলার বিভিন্ন দপ্তরের প্রধানগণ, রাজনীতিবিদ আইনজীবী, সাংবাদিক, এনজিও সংস্থার প্রতিনিধি, চেম্বারের প্রতিনিধিসহ শতাধিক ব্যাক্তি অংশগ্রহণ করেন।

'সঠিক মূল্য ও সুফল পাবে

● প্রথম পৃষ্ঠার পর

মণ পেঁয়াজের দাম পেয়েছেন ৯০০-১০০০ টাকা, খুব ভালো মানের পেঁয়াজ সর্বো"চ ১১০০ টাকা দাম উঠেছে। তবে মণপ্রতি ১২৫০ থেকে ১৩০০ টাকা দাম পেলে চাষিরা বাঁচতো।

চাষিরা জানান, জেলায় দুই ধরনের পেঁয়াজ চাষ হয়। বেশিরভাগই হালি পেঁয়াজ। আর কিছু চাষ হয় মুড়িকাটা জাতের। এই পেঁয়াজ একেবারেই সংরক্ষণ যোগ্য নয়। দ্রুত পচনশীল এই পেঁয়াজ চাষিরা বাধ্য হয়ে কম দামে বিক্রি করে দিতেন। অনেক সময় তাদের খরচের পয়সাও উঠে না। হালি জাতের পেঁয়াজও বৃষ্টির পানি পেলে বা শুষ্ক স্থানে সংরক্ষণ করা না গেলে নষ্ট হয়ে যেতো। তাই বাধ্য হয়েই কম লাভে অথবা উৎপাদন মূল্যে মাঝারি ব্যবসায়ীদের কাছে তা বিক্রি করে দিতে হতো।

সালথা উপজেলার গট্টি ইউনিয়নের জয়ঝাপ গ্রামের আবু নাসের বলেন, বর্তমানে চাষিদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো রাজধানীতে পেঁয়াজ পৌঁছানো। মাওয়া কিংবা পাটুরিয়া ঘাটে দিনের পর দিন ট্রাক আটকে থাকে। এতে খরচ বাড়ে আবার অনেক পেঁয়াজ নষ্ট হ

শিল্পসমৃদ্ধ ফরিদপুর গড়ার স্বপ্ন

● শেষ পৃষ্ঠার পর

এখন অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী। দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রায় পদ্মা সেতু একই ধরনের প্রভাব রাখবে। সেতু উদ্বোধনের পর এপারের জেলাগুলোতে সরাসরি প্রাকৃতিক গ্যাস আনার পরিকল্পনা রয়েছে। শিল্পপতি ও উদ্যোক্তারা এর মধ্যেই ফরিদপুরে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য বিভিন্ন স্পটে জমি কিনে স্থাপনা নির্মাণ শুরু করেছেন। ফরিদপুরে বিশেষ অর্থনৈতিক জোন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব সরকারের কাছে পাঠানোও হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, ফরিদপুর-মাদারীপুর সীমান্তে অলিম্পিক ভিলেজ নির্মিত হচ্ছে। সেতুসংলগ্ন এলাকায় শেখ হাসিনা তাঁতপল্লির কাজ শুরু হয়েছে। ফরিদপুরের ভাঙ্গায় বঙ্গবন্ধু মহাকাশ পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের কাজও শুরু হতে যাচ্ছে শিগগির। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এ অঞ্চলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের নতুন দ্বার উন্মোচন হবে। কর্মসংস্থান তৈরি হবে। দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতেই এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। দেশের পাটের রাজধানীখ্যাত ফরিদপুরে ছোট-বড় ২৩টি পাটকল রয়েছে। এর মধ্যে ১০টি ভালোমতো চলছে। বাকিগুলো আগেই বন্ধ হয়ে গেছে বা এখন চালানো সম্ভব হচ্ছে না উদ্যোক্তাদের পক্ষে। যে জেলার ব্র্যান্ডিং স্লোগান‘সোনালী আঁশে ভরপুর, ভালোবাসি ফরিদপুর’; সেখানকার পাট ব্যবসায়ীদের দুরবস্থা লাঘবের স্বপ্ন দেখাচ্ছে পদ্মা সেতু।

এ অঞ্চলে পাটশিল্পের অন্যতম উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান করিম গ্রুপের চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর মিয়া জানান, দৌলতদিয়া ফেরিঘাটে তিন থেকে চার দিন পাট ও পাটজাত পণ্যের চালান আটকে থাকে। এতে বিদেশি বায়ারদের কাছে সময়মতো পাটপণ্য পৌঁছে দেওয়ার চুক্তি বা শর্ত ভঙ্গ হয় হরহামেশাই। কোটি কোটি টাকার লোকসান গুনতে হয় তাঁদের। এখন ছোট মিলগুলোও নতুন বায়ার ধরতে পারবে। বন্ধ থাকা জুট ও স্পিনিং মিলগুলো ফের সচল হবে।

ফরিদপুর চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি নজরুল ইসলাম বলেন, শুধু পাট নয়; পাটের সঙ্গে সম্পৃক্ত সুতা, পাটের ব্যাগ, চটসহ বিভিন্ন পণ্যের প্রচুর চাহিদা রয়েছে বিদেশে। শুধু পরিবহন সমস্যার কারণে এত দিন জুট মিলগুলো বড় ধরনের ক্ষতির মুখে পড়েছে। পাটসহ বিভিন্ন কৃষিপণ্য নিয়েও অবর্ণনীয় দুর্ভোগের শিকার হতে হয়েছে ব্যবসায়ীদের। সেতু চালু হওয়ার পর এই ভোগান্তি দূর হবে। তিনি আরও বলেন, ঢাকা থেকে পণ্য আনতে ফেরিঘাটের কারণে সময় লাগে দুই থেকে তিন দিন। এখন দিনেই মালপত্র চলে আসবে। একাধিক শিল্পপতি ও তাদের প্রতিষ্ঠান এর মধ্যেই বৃহত্তর ফরিদপুরের বিভিন্ন এলাকায় জমি কিনেছে। অনেকে জায়গা ভরাটের কাজ শুরু করেছে। অনেকে অবকাঠামো নির্মাণের কাজও শুরু করেছে।

খুলছে ফরিদপুরসহ ২১

● শেষ পৃষ্ঠার পর

পথে এ অঞ্চলের মানুষ ঢাকা আসতে পারতো না। শুধু ফেরিতে আড়াই থেকে ৩ ঘণ্টা সময় ব্যয় এবং ট্রাফিক জ্যামের কারণে অনেক সময় ও অর্থ অপচয় হতো। পদ্মা সেতুর ফলে সেই দুর্ভোগ থেকে মুক্তি পাবে এই অঞ্চলের মানুষ। এসব জেলার সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের দুয়ার খুলে দিয়েছে স্বপ্নের এই সেতু। ফরিদপুরসহ দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে গোটা দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের নতুনমাত্রা যোগ হচ্ছে পদ্মা সেতু চালুর মাধ্যমে। ইতিমধ্যেই পর্যটন কেন্দ্রে রুপ নিয়েছে সেতুর দুইপাড়।

স্থানীয়রা জানান, পদ্মা সেতু দিয়ে দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে যাতায়াত সহজ হবে, সময়ও কমবে। চলাচল সহজ করার পাঁশাপাশি অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে পদ্মা সেতু। সমীক্ষা অনুযায়ী, পদ্মা সেতু প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ১ দশমিক ২৩ শতাংশ হারে মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জিডিপি বাড়বে ২ দশমিক ৩ শতাংশ।

প্রমত্তা পদ্মার ওপর একটি সেতুর অপেক্ষায় ছিলেন অবহেলিত দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষ। তাইতো পদ্মা সেতু উদ্বোধনের তারিখ ঘোষণা ঢাকা বিভাগের পাঁচ জেলাসহ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের জন্য অন্যরকম আনন্দের। তারা বলছেন, সেতুটি চালু হলে দক্ষিণাঞ্চলের সঙ্গে রাজধানীর যোগাযোগ ব্যবস্থার যে উন্নতি ঘটবে, তা ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিপুল প্রসার ঘটাবে।

‘কবি জসীম উদ্‌দীন শক্তিমান

● শেষ পৃষ্ঠার পর

কবি জসীম উদদীনের বাসভবন প্রাঙ্গণে আয়োজিত ১৫ দিনব্যাপী জসীম পল্লী মেলার উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

ফরিদপুরের জেলা প্রশাসন ও জসীম ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে জাঁকজমক ও আকর্ষণীয় এ মেলার আয়োজন করা হড। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক ও জসীম ফাউন্ডেশনের সভাপতি অতুল সরকার বলেন, পল্লী কবি জসীমউদদীন বাংলার অপরুপ সৌন্দর্য্যকে তাঁর সাহিত্য ও রচনার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী তুলে ধরেছেন। রুপসী গ্রামবাংলাকে ভালবেসে তাঁর মতো সাহিত্য রচনা অন্য কেউ করতে পারেনি। তিনি একজন বিখ্যাত বাঙালি কবি। তিনি একজন আধুনিক কবি। তার লেখা কবর কবিতাটি বাংলা সাহিত্যের এক অবিস্মরণীয় অবদান। গ্রাম বাংলার সেই রুপ সৌন্দর্য্য অনুধাবন করতে হলে কবি ও কবির কবিতাকে জানতে হবে। এর আগে বেলুন উড়িয়ে অতিথিবৃন্দ ১৫ দিনব্যাপী জসীম পল্লী মেলার উদ্বোধন করেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন পুলিশ সুপার জনাব মো. আলিমুজ্জামান, জেলা পরিষদের প্রশাসক অ্যাডভোকেট শামসুল হক ভোলা মাস্টার, ফরিদপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব শামীম হক, সাধারণ সম্পাদক জনাব শাহ মো. ইশতিয়াক আরিফ, ফরিদপুর পৌরসভার মেয়র জনাব অমিতাভ বোস, হামীম গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এ.কে আজাদ, ফরিদপুর সদর উপজেলা
চেয়ারম্যান জনাব আব্দুর রাজ্জাক মোল্লা প্রমুখ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বরেণ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কবিপুত্র জামাল আনোয়ার, কবি কন্যা আসমা জসীম উদদীন তৌফিক ও কবিপুত্র খুরশিদ আনোয়ার। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন রাজেন্দ্র কলেজের সহযোগী অধ্যাপক রেজভি জামান। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব আবু সুফিয়ান চৌধুরী কুশল, আসমা আক্তার মুক্তা ও সুপ্রিয়া দত্ত।

এসময় ফরিদপুর সাহিত্য ও সংস্কৃতি উন্নয়ন সংস্থার সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল ফয়েজ শাহনেওয়াজ, সরকারি ইয়াছিন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর শীলা রানী মন্ডল, ফরিদপুর চেম্বারের সভাপতি নজরুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে জসীম মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জেলা শিল্পকলা একাডেমী, জেলা শিশু একাডেমী, ফরিদপুর সাহিত্য ও সংস্কৃতি উন্নয়ন সংস্থাসহ ফরিদপুরের বিভিন্ন সুনামধন্য সাংস্কৃতিক সংগঠন মেলার প্রথম দিনে মেলা প্রাঙ্গণে জসীম মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে।

সংশ্লিষ্টরা জানান, মেলায় হস্তশিল্প, গ্রামীণ মানুষের ব্যবহৃত নিত্যদিনের জিনিসপত্র, ঐতিহ্যবাহী ও কৃষি উপকরণ প্রদর্শনের লক্ষ্যে মোট ১৬১টি স্টল স্থাপন করা হয়। কুমার নদীর তীরে প্রতিদিন বিকেলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পল্লীগীতি, জারি, কবি গান, আবৃত্তি, ঐতিহ্যবাহী নৃত্য ও লোকগানের পরিবেশন করা হয়। এবারের মেলায় সার্কাসের ব্যবস্থা ছিল। একই মাসের ৩১ তারিখে মেলাটি সমাপ্ত হয়।

পদ্মা পাড়ি দিয়ে যাবে

● শেষ পৃষ্ঠার পর

বিদেশে ইলিশ রপ্তানির অনুমতি মেলে তখনই দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ বরিশালের ইলিশ নিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে।

জেলেরা বলেন, ব্রিজ চালু হলে ইলিশের সঠিক মূল্য পাব আমরা। আয়ও বাড়বে। সেক্ষেত্রে আর থাকবে না অভাব দারিদ্র্য। ইলিশ ব্যবসায়ী লিটন বলেন, পদ্মা সেতু আমাদের জন্য আশীর্বাদ। একসময় ফেরির জন্য অপেক্ষা করতে গিয়ে মাছ পচে যেত। এখন আর এ রকম হবে না। দ্রুত এবং সরাসরি গন্তব্যস্থলে নিয়ে যেতে পারবো।

ফরিদপুরে গণহত্যা দিবস পালন

● শেষ পৃষ্ঠার পর

সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক অতুল সরকার। সভায় সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) দীপক কুমার রায়। এর আগে শহিদদের স্মরণে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন ফরিদপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বীর-মুক্তিযোদ্ধা এ্যাডভোকেট শামসুল হক ভোলা মাস্টার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামাল পাশা, ফরিদপুর সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুর রাজ্জাক মোল্লা। আলোচনা সভায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, বীরমুক্তিযোদ্ধা, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান, বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন অংশগ্রহণ করে। শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে বক্তব্য প্রদান করেন নওরোজ অহন জিৎ, মেহজাবিন হোসেন, দীপ্ত, তানিয়া আক্তার।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য প্রদান করেন সরকারি ইয়াছিন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর শীলা রানী মন্ডল, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল ফয়েজ শাহনেওয়াজ, সরকারি রাজেন্দ্র কলেজের ইংরেজি বিভাগের সহযোগি অধ্যাপক রেজভী জামান, জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার বিষ্ণু পদ ঘোষাল, রাসিনের নির্বাহী পরিচালক আসমা আক্তার মুক্তা প্রমুখ। অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন সাহিত্য ও সংস্কৃতি উন্নয়ন সংস্থার আবু সুফিয়ান চৌধুরী কুশল।

এদিকে বিকেল ৫ টায় সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ প্রাঙ্গণে গণহত্যার উপর দূর্লভ আলোকচিত্র প্রদর্শনী হয়। সন্ধ্যা ৬ টা ১০ মিনিটে আলোর মিছিল এবং সাড়ে ৬ টায় শহীদদের স্মরণে স্বাধীনতা চত্বরে প্রতীকী গণকবরে আলোক প্রজ্জ্বলন অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া সন্ধ্যা ৭ টায় সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ প্রাঙ্গণে গণহত্যা ও মহান মুক্তিযুদ্ধের উপর গীতিনাট্য-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। রাত ৯ টা থেকে ৯ টা ১ মিনিট পর্যন্ত সারা দেশের ন্যায় জেলায় প্রতীকী ব্ল্যাক আউট হয়।

পদ্মা সেতুর দুই পাড়ে থানা

● শেষ পৃষ্ঠার পর

জন্য কাজ করবে। সেতুর পাশাপাশি দুই পাড়ের মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে এ দুই থানা। প্রতিটি থানায় একজন সহকারী পুলিশ সুপারসহ ৪০ জন করে পুলিশ সদস্য দায়িত্বে থাকবে।

সাধারণ মানুষ ও পর্যটকদের নিরাপত্তার স্বার্থে থানা দুটির পাশাপাশি সেতু এলাকায় থাকবে বাড়তি নিরাপত্তা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য। এর আগে এ দুই থানায় জনগণের পদ সৃষ্টি করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

পদ্মা সেতু ঘিরে বদলে যাচ্ছে পুরো এলাকার চেহারা। সেতুর নিরাপত্তায় তাই চালু হচ্ছে দুটি পূর্ণাঙ্গ থানা। এরই মধ্যে থানা দুটিতে পর্যাপ্ত জনবল পদায়ন করা হয়েছে।

শঙ্কা দূর হয়ে স্বস্তি এসেছে

● শেষ পৃষ্ঠার পর

পণ্য বিক্রি করায় সে শঙ্কা দূর হয়েছে, তাদের মধ্যে এসেছে স্বস্তি। ক্রেতা সাধারণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি। ফরিদপুরের টিসিবির পণ্য ক্রয়ে আসা সাধারণ জনসাধারণের সাথে কথা বললে এ চিত্রই বের হয়ে এসেছে। তবে ক্রেতাসাধারণ পণ্যের পরিমান ও প্রতিমাসে কমপক্ষে একবার করে বছরব্যাপী পণ্য বিক্রি করার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি অনুরোধ করেছেন।

২৯ মার্চ, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ মঙ্গলবার সকালে জেলার মধুখালী ও বোয়ালমারী উপজেলায় টিসিবির পণ্য বিক্রয় কার্যক্রম পরিদর্শনে গেলে দেখা যায়, ফ্যামিলি কার্ডে কম দামে টিসিবির তেল, ডাল ও চিনি বিক্রি চলছে। প্রতি পরিবারের মাঝে রমজান উপলক্ষে ৪৬০ টাকায় ২ কেজি তেল, ২ কেজি চিনি ও ২ কেজি ডালের প্যাকেজ বিক্রি করছে টিসিবি। বাজারে একটি প্যাকেজের এসব পণ্যের মূল্য সাতশো টাকারও বেশি। রমজানের আগে বাজার মূল্যের চেয়ে কম দামে এসব নিত্য পণ্য কিনতে পেয়ে খুশি নিম্ন মধ্যবিত্ত ও হতদরিদ্র মানুষ। মধুখালী উপজেলার জাহাপুর ইউনিয়নের দস্তরদিয়া গ্রামের ষাটোর্ধ্ব কাঞ্চন বেগম জানান, তার পাঁচজনের পরিবারে রোজার আগে কমদামে এসব পণ্য কিনতে পেরে খুব উপকার হয়েছে। সারা বছরই যদি সরকার তাদের মতো পরিবারগুলোর জন্য এভাবে ভর্তুকি মূল্যে নিত্য পণ্য বিক্রির ব্যবস্থা করে তাহলে বিনা চিন্তায় খেয়ে পড়ে বাঁচতে পারবেন। বকশি চাঁদপুরের রুবিয়া বেগম বলেন, ‘শেখের বেটি কম দামে জিনিস দিছে। আমাগো উপকার হইছে। কিন্তু এইট্যে সপ্তায় একবার না অয়লিও মাসে একবার দিওয়া উচিত। তাইলে আমাগো খুবই উপকার অয়।’ এলাহীপুরের আবু বকর মোল্লা বলেন,‘সরকারের এই উদ্যোগটা ভাল। প্রত্যেক রোজার আগে দোকানদাররা দাম বাড়ায়ে দেয়। এবার আর তা পারতেছে না। শেখের বেটি এই মাল দিছে। এখন দোকানদারদের কাছে কম যাওয়া লাগবি, আমাগো টেনশন একটু কমছে।’ তিনি অনুরোধ করে বলেন, ‘সরকারের উচিত সারা বছর এইটা চালু রাখা।’ বোয়ালমারীর গুনবহা ইউনিয়নের শোয়েব আলী বলেন, ‘বাজারের দামের চেয়ে কম দাম হওয়ায় আমাগো খুব উপকার হইছে। তবে মালটা বাড়ালি আরো ভাল অবি।’

ফরিদপুর জেলা প্রশাসন সূত্র জানায়, জেলায় টিসিবির ৬২ জন ডিলারের মাধ্যমে ৭৭ হাজার ৬০৫টি পরিবারের ফ্যামিলি কার্ডে ভর্তুকি মূল্যে এসব পণ্য বিক্রি করা হচ্ছে। জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকগণ ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্টরা এব্যাপারে যথেষ্ট তৎপর রয়েছেন। ফ্যামিলি কার্ডে একটি পরিবার একমাসের ব্যবধানে দুইটি কার্ডে দুইবার পণ্য কিনতে পারছেন। ৩০ মার্চ পর্যন্ত প্রথম দফার পণ্য বিক্রি শেষে রোজার মধ্যে দ্বিতীয় দফায় ফ্যামিলি কার্ডধারীদের মাঝে এসব পণ্যের সাথে অতিরিক্ত ২ কেজি ছোলা বিক্রি করা হয়। জেলার আলফাডাঙ্গা উপজেলায় মোট উপকার ভোগীর সংখ্যা ৫ হাজার ১২৬ জন এবং ডিলার ০৩ জন; ভাঙ্গা উপজেলায় মোট উপকার ভোগীর সংখ্যা ১১ হাজার ৩৯০ এবং ডিলার ১৩ জন; বোয়ালমারী উপজেলায় মোট উপকার ভোগীর সংখ্যা ৯ হাজার ৫০৪ জন এবং ডিলার ০৭ জন; সদরপুর উপজেলায় মোট উপকার ভোগীর সংখ্যা ৫ হাজার ৮৩৪ জন এবং ডিলার ০৫ জন; সালথা উপজেলায় মোট উপকার ভোগীর সংখ্যা ৬ হাজার ৪৪৫ জন, এবং ডিলার ০৭ জন; চরভদ্রাসন উপজেলায় মোট উপকার ভোগীর সংখ্যা ২ হাজার ৮৪১ জন এবং ডিলার ০৬ জন; মধুখালী উপজেলায় মোট উপকার ভোগীর সংখ্যা ৯ হাজার ২১৯ জন এবং ডিলার ০৬ জন; নগরকান্দা উপজেলায় মোট উপকার ভোগীর সংখ্যা ৮ হাজার ২০৭ জন এবং ডিলার ০৬ জন; ফরিদপুর সদর উপজেলায় মোট উপকার ভোগীর সংখ্যা ১৯ হাজার ০৩৬ জন এবং ডিলার ০৯ জন। জেলায় মোট উপকার ভোগীর সংখ্যা ৭৭ হাজার ৬০৫ জন এবং মোট ডিলারের সংখ্যা ৬২ জন। জেলায় মোট বিতরণকৃতব্য পন্যের মধ্যে সয়াবিন তেল ১ লক্ষ ৫৫ হাজার ২০০ লিটার, চিনি ১ লক্ষ ৫৫ হাজার ২০০ মেট্রিক টন এবং মুশুর ডাল ১ লক্ষ ৫৫ হাজার ২০০ মেট্রিক টন রয়েছে।

দক্ষিণের পথে বাড়বে বিআরটিসির

● শেষ পৃষ্ঠার পর

থেকে ১৭টি বাস চলাচল করে। আর বরিশাল থেকে মাদারীপুরের কাওড়াকান্দি পর্যন্ত ১৫টি বাস চলাচল করছে। এগুলো ফেরি পার হয়ে ঢাকায় আসে না। পদ্মা সেতু চালু হলে এ বাসগুলো বরিশাল থেকে ঢাকা পর্যন্ত চালুর পরিকল্পনা আছে। এর বাইরে ঢাকা থেকে শরীয়তপুর, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, পিরোজপুরসহ অন্যান্য জেলাতেও বাস চালু করা হবে। বর্তমানে রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে ১৯৬টি পথে বিআরটিসির বাস চলাচল করছে।

মুক্তির প্রত্যয়ে উদ্দীপ্ত হওয়ার

● শেষ পৃষ্ঠার পর

জেলা প্রশাসকের কার্যালয় পর্যন্ত স্বাধীনতা র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৭.৩০ টায় কোর্ট কম্পাউন্ডের স্বাধীনতা চত্বরে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে নিহত শহীদদের প্রতীকী গনকবর জিয়ারত ও শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়। সকাল ৮.০০ টায় শেখ জামাল স্টেডিয়ামে জেলা প্রশাসক কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, সালাম গ্রহণ এবং পুলিশ আনসার ভিডিপিসহ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিএনসিসি, রোভার স্কাউট দল এবং কলেজ পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের সমাবেশ কুচকাওয়াজ, জাতীয় সংগীত পরিবেশন ও ডিসপ্লে প্রদর্শন হয়। এর আগে সূর্যোদয়ের প্রাক্কালে পুলিশ লাইনস এ ৩১ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে দিবসের সূচনা হয়। সূর্যোদয়ের সাথে সাথে সকল সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্বশাসিত, ব্যক্তি মালিকানাধীন ভবনসমূহে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।

এদিকে সকাল ১১ টায় কবি জসীম উদ্দীন হলে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারবর্গের সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। বাদ জোহর এবং সুবিধা জনক সময়ে সকল মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডা ও অন্যান্য উপাসনালয়ে জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি, দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি কামনা এবং মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের আত্মার শান্তি কামনায় দোয়া মাহফিল ও বিশেষ প্রার্থনা, দুপুর ২ টায় হাসপাতাল, জেলখানা, বৃদ্ধাশ্রম ও শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, শিশু পরিবার, সামাজিক প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কেন্দ্র, মুক ও বধির বিদ্যালয়সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহে উন্নত মানের খাবার পরিবেশন, বিকেল ৪ টায় শেখ জামাল স্টেডিয়ামে প্রীতি ফুটবল প্রতিযোগিতা- জেলা প্রশাসন বনাম ফরিদপুর পৌরসভা দল, সুবিধাজনক সময়ে শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পুলিশ বাদক দল কর্তৃক বাদ্যযন্ত্র পরিবেশন, দিনব্যাপী বিভিন্ন সিনেমা হল ও শহরের গুরুত্বপূর্ণ উন্মুক্তস্থানে বিনা টিকিটে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সিনেমা ও প্রামান্য চলচিত্র প্রদর্শন, সন্ধ্যা ৬.৩০ টায় জেলা সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ শহর শাখা চত্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ঐতিহাসিক নেতৃত্ব এবং সুবর্ণজয়ন্তীতে দেশের উন্নয়ন বিষয়ক আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

কবিতা

পদ্মা সেতু

মোহাম্মদ আলী খান

কোথা থেকে তুমি এসেছ প্রমত্তা পদ্মা
জানতে চাইনি কখনো তা,
শুধু বড় বড় চোখ মেলে আমি দেখেছি তোমায়
তোমার অগাধ জলরাশি আর দুর্নিবীত স্রোত,
দুই পারে শস্য ফলাও অঢেল, আবার নিমিষে কর ধ্বংস
প্রবাহে দুর্বার গতি, দুর্দম মত্ততা
দিন মাস বর্ষ ঘিরে ভাঙ্গা-গড়া আর ঐশ্বর্যের লীলা,
কখনো দুরন্ত অশ্বের মত
কখনো বা মত্ত ঐরাবত,
কবি সতেন্দ্রনাথের সেই কথা:
‘সীমাহীন অবজ্ঞায় ভাঙ্গিয়া চলেছ উভয় তীর’
কী দুঃখে বাঙালি, তোমাকে ডেকেছে কীর্তিনাশা!

তবু অন্তহীন পথ চলা, ঘোলা পানির ছলাৎ ছলাৎ শব্দের মায়া
শীতের কুয়াশা, ঝড়ের মাতম, বিদায়ী সূর্যের আলোর ঝরনা
পালতোলা নৌকা, ভাটিয়ালী গান, ভোরের শিশির
কবি প্রমথনাথের শব্দগুচ্ছ: ‘ধূমাঙ্কিত পল্লপথে ঘন্টা গোধূলির’।

মনে পড়ে শিশুকালে পদ্মা পারি দেয়া
বালাম চালের সাদা ভাত, পাতে রূপালি ইলিশ;
অবাক বিস্ময়ে দেখা-নদীর একুল ওকুল, নেই যে তার সীমা
কবিগুরুর সে বর্ণমালা:
‘তুমি কোন্ গান কর আমি কোন্ গান
দুই তীরে কেহ তার পায়নি সন্ধান’,
বিদ্রোহী কবির বুকে তোলে ঢেউ:
‘মোর শূন্য হৃদয় পদ্ম নিয়ে যা যা-রে’,
কবি ফররুখের সে উচ্চারণ:
‘হে পদ্মা, প্রমত্ত নদী, হিমাদ্রির দুরন্ত সন্তান’,
আর সেই গান-
আব্দুল লতিফ আব্দুল আলীম মিলে নিয়ে যায় অসীমের পানে:
‘সর্বনাশা পদ্মা নদী তোর কাছে শুধাই, বল আমারে...’।

সিন্ধু আমাজান নীল মিসিপিসি টেম্‌স আমুর হোয়াং হো
কত শত কথা বলে যায় দিবানিশি আনন্দ বেদনা ঘিরে,
পদ্মা তুমি, গঙ্গা যমুনার জলে মিশে মেঘনার মোহনায়
লিখে যাও কত কাব্য কত গল্প কত উপন্যাস
আজ তুমি লিখে চলেছ শাশ্বত গান, শতাব্দীর সেরা কবিতার বিজয় পঙ্‌ক্তি,
তোমার বুকের উপর তরঙ্গ ঠেলে তৈরি পদ্মা সেতু
হাজার বছর বাঙালি যা করেনি তাই–ই আজ
বর্ণে শব্দে চিত্রে, পাথরে সিমেন্টে, শ্রমে ঘামে ইস্পাতের ফলা হয়ে
কীর্তিনাশা পদ্মা, ভৈরবী সুন্দরী পদ্মা, লিখে যাও মহাকাব্য,
সাগরের প্রিয়তমা তুমি আর নও
তুমি আজ বাঙালির প্রিয় সখা
পদ্মা সেতু, তুমি আজ–
উভয় তীরের লক্ষ কোটি মানুষের নিবিড় মধুর ভালোবাসা।

(কবিঃ মোহাম্মদ আলী খান, লেখক ও গবেষক)

নদী ও জোছনা

মোতালেব হোসেন

অনেক পথ হেটে এসে, তোমার ঘুমিয়ে থাকা বিছানার
পাশে দাড়াতেই-পাশ ফিরে আঁচল টেনে দিলে বুকে
এলোমেলো অবিন্যস্ত চুলে মুখখানি ঢাকা পড়ে গেল
ঘনডাল পালায় যেমন চাঁদের মুখ ঢাকে !

বিকেলের নরম রোদ , তোমার জানালায় দাড়িয়ে
বললো যেন, ‘সারাদিন পরিশ্রান্ত ,এখন ডেকোনা ওকে !’

ফাঁকা গলিপথ, টুংটাং রিকশার অওয়াজ’
বিষণ্ন কাকের গলার স্বরের মতো ‘এ ..ই..ই. বা.দা..ম ।’
হাকে ফেরিওয়ালা ;সন্ধ্যা হয়ে এলো বলে,
এ মহল্লা থেকে অন্য মহল্লার দিকে দ্রুত পায়ে চলে ।

দাড়ালাম পিছে ফিরে- ক্ষীণ আশা, ডাকো যদি ঈশারায়
আলো জ্বলে উঠে, কিছু পরে , বন্ধ হয় জানালা,
হয়তো এসেছে কেউ,হতে পারে ,এইমাত্র যে গেল রিক্‌শায় ।

হাটতে হাটতে অনেক পথ হেটে, চলে যাই নদীর পাড়ে,
পরম প্রশান্তির কোল,শান্তির ঘট, এই আমার মনভূমি-
কথা বলি নদী ও জলের সাথে, কত মানুষ যায় , এপাড়ে -ওপাড়ে !

চাঁদ উঠে,কত অনাদি কাল হতে এমন,চলার আনন্দেই নদী বয়ে চলে
চিতল মাছের সাদা বুকের মতো ,জোছনা ভাসে তার স্বচ্ছ অতল জলে ।

রোজই যায় তারা , রোজই আসে, কখনো স্তিমিত জলের স্রোত,
আবার কখনো সব ভেঙে চূড়ে উন্মাদিনীর মতো ধায় দ্রুত বেগে।

যাকে জাগাতে চেয়েছিলাম, বিমূঢ় হয়ে দেখি-
ঠিক তখনি, আমার মইধ্যেই সে জোছনা উঠে জেগে!

(কবি : মোতালেব হোসেন, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চাকুরিজীবী)

দক্ষিণের জনপদকে সমৃদ্ধ করবে পদ্মা সেতু

হাসানউজ্জামান

পদ্মা সেতুর উদ্বোধন; বাঙালি জাতির দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্নের বাস্তবায়ন শুরু হলো। সেতুর ওপর দিয়ে চলাচলের জন্য অপেক্ষার প্রহর শেষ হলো দক্ষিনাঞ্চলের মানুষের। উত্তরের মঙ্গা মুছে দিয়েছে বঙ্গবন্ধু সেতু আর এবার দক্ষিনের জনপদকে সমৃদ্ধ করবে পদ্মা সেতু।

দেশের উত্তরাঞ্চল মঙ্গা কবলিত এলাকায় যমুনা নদীর উপর বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মানের ফলে মঙ্গা নামটি মুছে গেছে। অর্থনৈতিকভাবে ঘুরে দাড়িয়েছে উত্তরের মানুষ। ঠিক তেমনি পদ্মা নদীর উপর স্বপ্নের পদ্মা সেতু চালু হওয়ার পর দক্ষিনাঞ্চলের মানুষের ব্যাপক আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ঘটবে, বদলে যাবে তাদের জীবনযাত্রার মান, সমৃদ্ধ হবে জনপদ। এরই মধ্যে ফরিদপুর অংশের পদ্মা সেতুর মহাসড়কের এক্সপ্রেসওয়ে ও সংযোগ সড়কের কাজ শেষ হয়েছে এবং চলাচলের জন্য খুলেও দেওয়া হয়েছে। অপেক্ষা শুধু পদ্মা সেতু দিয়ে পারাপারের। সেতুটি দিয়ে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১টি জেলা সরাসরি ঢাকার সঙ্গে যুক্ত হবে। যাতায়াতে সুবিধার পাশাপাশি এই সেতু দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলসহ পুরো দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে অভিমত অর্থনীতিবিদ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের।

ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক অতুল সরকার বলেন, বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গে বছরের একটি সময় মঙ্গা দেখা দিতো। ওই সময় মানুষ না খেয়ে মারা যেত। কিন্তু যমুনা নদীর উপর বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মানের ফলে ওই এলাকা থেকে মঙ্গা নামক শব্দটি দূর হয়ে গেছে। তারা এখন অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী। এখন আর কেউ খাবারের অভাবে মারা যায় না। সেতু চালু হওয়ার পর উত্তরবঙ্গের অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। ঠিক তেমনি পদ্মা নদীর উপর পদ্মা সেতু চালু হওয়ার পর দক্ষিনাঞ্চলের মানুষের জীবনমানের দৃশ্যমান পরিবর্তন ঘটবে, আমূল বদলে যাবে তাদের জীবনযাত্রা। তিনি আরো বলেন, পদ্মা সেতু উদ্বোধনের পর এপারের জেলাগুলোতে সরাসরি প্রাকৃতিক গ্যাস আসার পরিকল্পনা রয়েছে। শিল্পপতি ও উদ্যোক্তারা ইতিমধ্যেই ফরিদপুরে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য বিভিন্ন স্পটে জমি কিনে স্থাপনা নির্মানের কাজ শুরু করেছেন। ফরিদপুরে একটি স্পেশাল ইকোনোমিক জোন প্রতিষ্ঠা করার জন্য সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে বলে জানান তিনি।

জেলা প্রশাসক বলেন, ফরিদপুর-মাদারীপুর সিমান্তে অলিম্পিক ভিলেজ নির্মিত হচ্ছে। সেতু সংলগ্ন এলাকায় শেখ হাসিনা তাঁত পল্লীর কাজ শুরু হয়েছে। ফরিদপুরের ভাঙ্গায় বঙ্গবন্ধু মহাকাশ পর্যবেক্ষন কেন্দ্রের কাজও শুরু হতে যাচ্ছে শিঘ্রই। এসকল প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মধ্য দিয়ে এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নের নতুন দ্বার উন্মোচন হচ্ছে যার মধ্যে দিয়ে অনেক মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগের সৃষ্টি হবে। এর মধ্যে দিয়ে মানুষের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাবে। পরিসংখ্যান থেকে জেনেছি, পদ্মা সেতু চালু হওয়ার পর আমাদের জিডিপির হার আরো ১.৫ থেকে ২% বেড়ে যাবে যেটি সারা দেশের মানুষকে সমৃদ্ধ করবে। আমাদের যে লক্ষ্য রয়েছে ২০৩০ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে পরিনত হওয়া এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত এবং সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশে পরিনত হওয়া, আমি মনে করি পদ্মা সেতু চালুর মধ্যে দিয়ে সেটি অর্জিত হওয়া অনেক বেশি তরান্বিত হবে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন,ফরিদপুরের আর্থ সামাজিক অবস্থা আমূল বদলে দেবে এই পদ্মা সেতু। জেলার কৃষি অর্থনীতিতেও ঘটবে ইতিবাচক পরিবর্তন। বিশেষ করে ফরিদপুরের সালথা ও নগরকান্দা উপজেলার পেঁয়াজ চাষিরা লাভবান হবেন সরাসরি। এছাড়া সদরপুরের লালমি ও সবজি চাষীরা এবং মধুখালীর মরিচ চাষীরাও লাভবান হবেন। সারা দেশের মধ্যে ফরিদপুর জেলা পেঁয়াজ উৎপাদনে রয়েছে প্রথম সারির দিক থেকে দ্বিতীয় অবস্থানে। আর জেলার নয়টি উপজেলার মধ্যে শুধু সালথা ও নগরকান্দা উপজেলাতেই যে পেঁয়াজ উৎপন্ন হয় তা বাকি ৭ উপজেলার সমান। যে কারণে এ দুটি উপজেলাকে জেলার পেঁয়াজের রাজধানী বলেন সবাই।

দুই ধরনের পেঁয়াজ চাষ হয় ফরিদপুরে। বেশিরভাগই হালি পেঁয়াজ। আর কিছু চাষ হয় মুড়িকাটা জাতের। এই পেয়াজ একেবারেই সংরক্ষণ যোগ্য নয়। দ্রুত পচনশীল এই পেঁয়াজ গৃহস্থরা তাই কম দামে হাটে বাজারে বিক্রি করে দিতেন পঁচে যাওয়ার ভয়ে। অনেক সময় তাদের খরচের পয়সাও উঠতো না। হালি জাতের পেঁয়াজও বৃষ্টির পানি পেলে বা শুষ্ক স্থানে সংরক্ষণ করা না গেলে পঁচে নষ্ট হয়। ফলে যাদের সংরক্ষণের জায়গা নেই তারা বাধ্য হয়েই কম লাভে অথবা উৎপাদন মূল্যে মাঝারি ব্যবসায়ীদের কাছে পেঁয়াজ বিক্রি করে দিতেন। পেঁয়াজের মৌসুমে সালথা ও নগরকান্দা বিভিন্ন ইউনিয়নের হাট বাজার ছয়লাব থাকে পেঁয়াজে। কৃষাণ-কৃষাণী থেকে শুরু করে বর্গাচাষী এবং ছোট বড় পেঁয়াজ ব্যবসায়ী সবাই এই দামি সবজি ফসল নিয়ে হয়ে পড়েন ব্যস্ত। তবে পচনশীল এই সবজিটি বাধ্য হয়েই অনেক সময় কম দামে বিক্রি করে দিতে হতো প্রান্তিক চাষীদের, যেটা আগামী মৌসুমে থেকে আর করতে হবে না। তাদের স্বপ্নের পদ্মা সেতু দিয়ে যানজট আর ভোগান্তি ছাড়াই রাজধানীসহ সংলগ্ন বিভিন্ন জেলাতে অনায়াসে পৌছে যেতে পারবে সালথা-নগরকান্দা তথা ফরিদপুর জেলার পেঁয়াজ।

ফরিদপুর কৃষি বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, ফরিদপুর জেলায় বর্তমানে পোঁয়াজ চাষীর সংখ্যা ৩০ হাজারেরও বেশি। তাদের প্রতি মণ পেঁয়াজ উৎপাদন করতে বর্তমান বাজার মূল্য ৯'শ থেকে ১হাজার টাকা খরচ হয়ে যায়।

ফরিদপুর জেলার সালথা উপজেলার বিভাগদী গ্রামের পেঁয়াজ ব্যাবসায়ী সাইফুল ইসলাম জানান, সেখান থেকে ট্রাকযোগে ঢাকার বাজারে পেঁয়াজ নিতে খরচ পরে কেজি প্রতি দেড়টাকা (১ টাকা ৫০ পয়সা) । ১০ টনের একটি ট্রাকে পেঁয়াজ বোঝাই করে ঢাকা পাঠাতে বর্তমানে ব্যয় হয় ১৫হাজার টাকার মতো । কিন্তু পদ্মা সেতু চালু হলে ১০ হাজার টাকায় ট্রাক ভাড়া পাওয়া যাবে। ফলে দেড় টাকার জায়গায় খরচ নেমে আসবে এক টাকায়। পাশাপাশি সবচেয়ে বেশি বাঁচবে সময়। আগে ট্রাক ভাড়া নিয়ে তিন চার দিন আটকে থাকত ফেরিঘাটের জ্যামে, এখন প্রতিদিনই তারা ঢাকায় গিয়ে মাল নামিয়ে আবার ফিরে আসতে পারবে। ফলে পেঁয়াজ ব্যবসায়ীরা টাকা এবং সময় দুই দিক থেকেই লাভবান হবে।

দেশের পাটের রাজধানী খ্যাত ফরিদপুরে ছোট বড় ২৩ টি পাটকল রয়েছে। এগুলোর মধ্যে ১০টি ভালোমত চালু রয়েছে। বাকীগুলো হয় বন্ধ রয়েছে, চালানো সম্ভব হচ্ছেনা উদ্যোক্তাদের পক্ষে। যেই জেলার ব্র্যান্ডিং স্লোগান 'সোনালী আঁশে ভরপুর, ভালোবাসি ফরিদপুর' সেখানকার পাট ব্যাবসায়ীদের এই দুরাবস্থাও লাঘব করবে স্বপ্নের এই সেতু।

এই অঞ্চলের অন্যতম পাটশিল্প উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান করিম গ্রুপের চেয়ারম্যান জাহাঙ্গির মিয়া জানান, আগে দৌলতদিয়া ফেরীঘাটে তিন থেকে চারদিন আমাদের পাট ও পাটজাত পণের চালান আটকে থাকতো। এর ফলে বিদেশী বায়ারদের কাছে সময়মত পাটপণ্য পৌছে দেয়ার চুক্তি বা শর্ত ভঙ্গ হতো হরহামেশাই যাতে কোটি কোটি টাকার লোকসান গুনতে হতো আমাদের। এখন ছোট মিলগুলোও নতুন করে বায়ার ধরতে পারবে, বন্ধ থাকা জুট ও স্পিনিং মিলগুলো আবার সচল হবে।

ফরিদপুর চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রির সভাপতি মো: নজরুল ইসলাম বলেন, শুধু পাট নয়, পাটের সাথে সম্পৃক্ত সুতা, পাটের ব্যাগ, চটসহ বিভিন্ন পণ্যের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে বিদেশে। শুধুমাত্র যাতায়াতের দীর্ঘসূত্রিতার কারনে এতদিন আমাদের জুটমিলগুলো মার খেয়েছে। পাটসহ বিভিন্ন কৃষি পন্য নিয়ে অবর্ননীয় দূর্ভোগের শিকার হতে হয়েছে আমাদের ব্যাবসায়ী মহলকে। সেতু চালু হওয়ার পর এই ভোগান্তি দূর হয়ে যাবে। পদ্মা সেতু ফরিদপুরের ব্যবসায়ীদের জন্য অনেক বড় আশির্বাদ। তিনি আরো বলেন, ঢাকা থেকে বিভিন্ন পন্য আনতে ফেরিঘাটের কারনে সময় লাগতো দুই তিন দিন। এখন দিনে দিনেই মালামাল চলে আসবে। অনেক সময় দেখা গেছে পন্য কিনেছি যে দামে, ফরিদপুরে আসতে সময় লাগায় তার দর পড়ে গেছে, ফলে ব্যবসায়ীরা অনেক ক্ষতিগ্রস্থ হতো। এখন আর সেই ক্ষতির আশংকা থাকবেনা তাদের। চেম্বার সভাপতি বলেন, একাধিক শিল্পপতি ও তাদের প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যেই বৃহত্তর ফরিদপুরের বিভিন্ন জায়গা কিনেছেন শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য। অনেকে জায়গা ভরাটের কাজ শুরু করেছেন, আবার অনেকে অবকাঠামো নির্মানের কাজও শুরু করে দিয়েছেন। পদ্মা সেতু এ অঞ্চলের মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের পথ খুলে দিয়েছে। ফরিদপুর পৌরসভার মেয়র অমিতাভ বোসের মতে, ফরিদপুরের যে কৃষক তাদের উতপাদিত পন্য ঢাকায় সময় মত নিয়ে যেতে পারতোনা, সেতুটি চালু হওয়ার পর তারা সরাসরি পন্য ঢাকায় নিয়ে রাজধানী ও তার আসপাশের অঞ্চলের বাজারে যেতে পারবেন। আগের চেয়ে অনেক কম সময়ে ঢাকায় যেতে পারবেন এই অঞ্চলের বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষ। সময় বেঁচে যাওয়ার অধীক কর্মঘন্টা কাজ করার সুযোগ পাওয়ায় তারা আর্থিক ভাবেও লাভবান হবেন। তিনি বলেন, বাঙালীর জাতীয় জীবনে যে সকল বড় বড় অর্জন রয়েছে পদ্মা সেতু তার মধ্যে অন্যতম অর্জন। আর এটি সম্ভব হয়েছে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বের কারনে । ফরিদপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি কবিরুল ইসলাম সিদ্দিকী মনে করেন, পদ্মা সেতু চালু হওয়া মানেই এঅঞ্চলের মানুষের অর্থনীতির চাকা দ্রুত সামনের দিকে ঘুরতে শুরু করা। ফরিদপুর অঞ্চলের মানুষ দীর্ঘদিন অবহেলিত ছিল। প্রধানমন্ত্রী আমাদের এই ব্যাথা, কষ্টকে মর্মে মর্মে উপলব্দি করে নানা ষঢ়যন্ত্র মোকাবেলা করে এই সেতু নির্মান করেছেন। উন্নয়নের যে মহাযজ্ঞ তিনি দেখিয়েছেন পৃথিবীর ইতিহাসে তাঁর নাম স্বর্নাক্ষরে লেখা থাকবে।

(লেখকঃ হাসানউজ্জামান, নিজস্ব প্রতিবেদক, দৈনিক সমকাল ও ফরিদপুর প্রতিনিধ, চ্যানেল টুয়েন্টিফোর)

'অহন আর ঢাকায় বাড়ি ভাড়া কইরা থাকতো হইবো না'

কামরুজ্জামান সোহেল

ঢাকার বঙ্গবাজারে কাপড়ের ব্যবসা করেন ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলার কাপুড়িয়া সদরদি গ্রামের মোঃ আক্কাস আলী। তিনি প্রতি সপ্তাহে বাড়ীতে আসেন। বিভিন্ন সময় বাড়ী আসতে গিয়ে শিকার হয়েছেন নানা বিড়ম্বনায়। কিন্তু এবার তার বিড়ম্বনার দিন শেষ হতে যাচ্ছে। প্রতিদিনই তিনি নিবিঘ্নে বাড়ী ফিরতে পারবেন। মঙ্গলবার সকালে কথা হয় মোঃ আক্কাস আলীর সাথে তিনি বলেন, এহত তো প্রতিদিন বাড়ী থাইক্যাই ঢাকায় যাইবার পারুম, অহন আর ঢাকায় বাসা ভাড়া কইরা থাকতে হইবোনা। আমার মতো অনেকেই এবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই পদ্মা পাড়ি দিয়া ঢাকায় যাইবার পারবো। পদ্মায় সেতু হবার কারনে আমরা এহন ঢাকায় যামু কয়েক ঘন্টার মধ্যে।

আগামী ২৫ জুন পদ্মাসেতুর উদ্বোধনের ঘোষনার পর ফরিদপুরসহ দক্ষিনাঞ্চলের মানুষের মাঝে আনন্দের উৎসব বয়ে যাচ্ছে। আনন্দের মাত্রা সবচে বেশী লক্ষ্য করা গেছে এতদাঞ্চলের ব্যবসায়ী, গাড়ী চালকসহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষের মাঝে। পদ্মাসেতু চালু হচ্ছে কেমন লাগছে এমন কথায় নগরকান্দার মাইক্রোবাস চালক ইব্রাহিম মুন্সী বলেন, মনে হয় ঈদের আনন্দ শুরু হয়ে গেছে। আগে ঘন্টার পর ঘন্টা ফেরি ঘাটে বসে থাকতাম। ঝড়-বৃষ্টি হলে তো কোন কথাই নেই। তাছাড়া যানজটের কারনে দিশেহারা অবস্থায় থাকতাম। এখন সেই সমস্যা আর থাকছেনা। এখন আমরা পদ্মাসেতু দিয়েই কয়েক মিনিটের মধ্যে ঢাকায় যাতায়াত করতে পারবো। এটি ভাবতেই খুব ভালো লাগছে। মঙ্গলবার দিনভর ভাঙ্গা গোলচত্বরসহ আশে পাশের অন্তত ৩০ জনের সাথে কথা হয়। পদ্মা সেতুর চালুর খবরে সবাই বেশ উল্লসিত। তাদের দীর্ঘদিনের যাতায়াত সমস্যার সমস্যার সমাধান হচ্ছে এটিই বলছেন তারা। ভাঙ্গা গোলচত্বরের বাজারের পাশে একটি চায়ের দোকানে বসে চা পান করছিলেন মিরু বেপারী, সামছুদ্দিন মোল্লা, হাসেম মাতুব্বরসহ বেশ কয়েকজন। তারা সবাই পদ্মা সেতুর চালুর খবরে উচ্ছাস প্রকাশ করে বলেন, শেখের বেটি বিশ্বরে দেখায় দিছে। কারো অপেক্ষায় না থেকে নিজের টাকায় সেতু করেছে। শুধুমাত্র শেখের বেটি বলেই এই অসম্ভবকে সম্ভব করতে তিনি পেড়েছেন। এজন্য প্রধানমন্ত্রীকে তারা বিশেষ ধন্যবাদ দিয়েছেন।

ফরিদপুর শহরতলীর অম্বিকাপুরের পেঁয়াজ বীজ চাষী বক্তার হোসেন খান বলেন, আগে পেঁয়াজ বীজ ঢাকায় নিতে অনেক কষ্ট হতো। দিনের পর দিন ফেরি ঘাটে ট্রাক আটকে থাকতো। ফলে ট্রাকের ভাড়া বেশী দিতে হতো। যার কারনে পেঁয়াজ বীজের দামও বেশী হতো। এখন পদ্মা সেতু চালু হলে আমাদের আর সেই দুঃখ থাকবেনা। মধুখালীর জাহাপুর এলাকার লিচু চাষী ইলিয়াস মাতুব্বর জানান, ঢাকা থেকে অনেক পাইকার ব্যবসায়ী তার বাগান থেকে লিচু কিনে নিয়ে যান ট্রাকে করে। গত বছরও কয়েক ব্যবসায়ী আমাকে জানিয়েছেন তারা আর লিচু কিনতে ফরিদপুরে আসতে পারবেন না। তারা জানান, ফেরি ঘাটে জ্যাম থাকার কারনে লিচু নিতে গিয়ে অনেক ক্ষতি হয়েছে তাদের। এ বছর ব্যবসায়ীরা আগ্রহ প্রকাশ করেছেন লিচু কিনে তারা পদ্মাসেতু দিয়েই ঢাকায় যাবেন। ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের রোগীদের আনা নেবার জন্য একটি এ্যাম্বুলেন্স রয়েছে শহরের পূর্বখাবাসপুর এলাকার বাসিন্দা আরিফ শেখ নামের এক যুবকের। তিনি বলেন, আগে রোগী নিয়ে ঢাকায় যাবার কথা শুনলে ভয় লাগতো। ফেরিঘাটে দীর্ঘ সময় বসে থাকতে হতো। এমনও দিন গেছে রোগী নিয়ে দুইদিন ঘাটেই থাকতে হয়েছে। ফলে অনেক সময় রোগী ঘাটেই মারা যায়। সেই লাশ নিয়ে বাড়ী ফিরতে হয়েছে।

ফরিদপুর শহরের পানি বিক্রয়কারী ডিলার সৈয়দ মেহবুব সেলিম বলেন, আমরা যারা ব্যবসায়ী রয়েছি তারা আজ বেশী ভাগ্যবান। আগে ফেরি ঘাটে ৪-৫ দিনও ট্রাক আটকে থাকতো।

ফলে খরচ বাড়তো। এখন আর সেই সমস্যা থাকবে না। পদ্মাসেতু দিয়েই কয়েক ঘন্টার মধ্যে ঢাকা থেকে পণ্য নিয়ে ফরিদপুরে চলে আসবে ট্রাক।

ফরিদপুরের বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষের সাথে কথা হলে তারা পদ্মা সেতু নিয়ে বেশ উচ্ছসিত। নানা প্রতিকূলতা ও ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে পদ্মায় সেতু তৈরীতে প্রদানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন তা একটি বিরল ঘটনা হয়ে থাকবে বলে মনে করেন তারা। এ সেতুটি চালুর পর দক্ষিনাঞ্চলের ২১ জেলার মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে বিশেষ ভুমিকা রাখবে বলে মত সর্বস্তরের মানুষের। যাতায়াত ব্যবস্থা সহজ হওয়ার পাশাপাশি এ অঞ্চলের মানুষের ব্যবসা-বাণিজ্য ও কর্মসংস্থানের প্রসারের সাথে সাথে গড়ে উঠবে শিল্প কারখানা। পদ্মাসেতুর কারনেই দক্ষিনাঞ্চলের জেলা গুলোর মধ্যে সবচে বেশী উন্নয়নের চিত্র লক্ষ্য করা গেছে ফরিদপুর জেলায়। পদ্মাসেতু চালুর পর রেলপথও চালু হবে। রেলপথ চালুর কাজ প্রায় সম্পন্নের পথে। পদ্মাসেতুর কাজ শুরু হবার পর থেকেই ফরিদপুরের ভাঙা, নগরকান্দা, সদরপুরসহ আশপাশের এলাকার মানুষের মাঝে আশার সঞ্চার হয়। দেশের প্রথম এক্সপ্রেসওয়ে মাওয়া-ভাঙা ৬ লেনের দৃষ্টি নন্দন হাইওয়ে চালুর ফলে অবহেলিত এ জেলার মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের পথ খুলতে থাকে। পদ্মাসেতুকে ঘিরে এ অঞ্চলে শুরু হয়েছে ব্যাপক হারে কর্মযজ্ঞ। সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের পাশাপাশি বেসরকারী উদ্যোগের কাজ হচ্ছে। গড়ে উঠছে ছোট-বড় নানা শিল্প কারখানা। ফলে দারিদ্র বিমোচনের পাশাপাশি ফরিদপুর জেলায় ব্যাপন উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে। ফরিদপুরের বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষের সাথে কথা হলে তারা জানান, এক পদ্মা সেতুতেই বদলে যাবে ফরিদপুরের চিত্র। একসময়ের অবহেলিত এ জেলাটি দক্ষিনবঙ্গের উন্নয়নের মডেল হিসাবে বিবেচিত হবে। পদ্মাসেতু চালুর পর বেশ কিছু মেগা প্রকল্পের কাজ জেলার বিভিন্ন স্থানে শুরু হবে। বিশেষ করে ঢাকা-খুলনা, ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের ফরিদপুরের ভাঙা, সদরপুর, নগরকান্দা এলাকায় এসব প্রকল্পের বেশীর ভাগ কাজ হবে। তাছাড়া যে কোন সময় ঘোষনা হতে পারে বৃহত্তর ফরিদপুরের ৫টি জেলাকে নিয়ে পদ্মা বিভাগ। পদ্মা বিভাগের হেড কোয়ার্টার ফরিদপুরে হবে এমন পরিকল্পনা নিয়ে এ জেলায় চলছে নানা কাজ। ফলে হাজারো মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ফরিদপুরের একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ জানান, পদ্মাসেতু, ৬ লেনের এক্সপ্রেসওয়ে, নতুন রেলপথসহ বিভিন্ন দপ্তরের অফিসের জন্য সরকার যে ভুমি অধিগ্রহন করে সেখান থেকে জমির মালিকেরা কয়েক গুন টাকা বেশী পেয়েছেন। ফলে আগে যারা রিকশা, ভ্যান চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতো এখন তারা জমি বিক্রি করে কোটিপতি বনে গেছেন। জমি বিক্রির টাকা দিয়ে অন্যত্র জমি কিনে ব্যবসা-বাণিজ্যসহ বিভিন্ন ফলের আবাদ-মাছের চাষ করে তারা এখন স্বাবলম্বি। পদ্মাসেতুর কারনে ফরিদপুর অংশের ভাঙা থেকে ফরিদপুরের শেষ সীমানা গোপালগঞ্জের মুকসেদপুর পর্যন্ত এবং ভাঙা থেকে মাদারীপুরের রাজৈর পর্যন্ত মহাসড়কের দুইপাশে কর্মযজ্ঞ চলছে। এ কারনে এ অঞ্চলে জমির দাম বেড়েছে ৩০ থেকে ৪০ গুন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, পদ্মাসেতুকে ঘিরে এ অঞ্চলে মেগা প্রজেক্ট হাতে নেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে রয়েছে অলিম্পিক ভিলেজ, বঙ্গবন্ধু মান মন্দির, রেলওয়ে জনসন, অর্থনৈতিক অঞ্চল, হাইওয়ে থানা,

ভাঙা বাজারের ব্যবসায়ী সাইফুল্লাহ শামীম বলেন, এ অঞ্চলের মানুষ দীর্ঘদিন ধরে ছিল অবহেলিত। ব্যবসা-বাণিজ্য তেমন একটা চাঙা ছিলনা। পদ্মা সেতুর কারনে এঅঞ্চল এখন ব্যবসায়িক কেন্দ্র বিন্দুতে পরিনত হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নততর হওয়া এবং পদ্মাসেতুর কারনে অভূতপূর্ব উন্নয়ন হচ্ছে ফরিদপুর জেলার ভাঙা, নগরকান্দাসহ আশপাশের এলাকাজুড়ে। আরেক ব্যবসায়ী নজরুল ইসলাম জানান, পদ্মাসেতুর কারনে নতুন নতুন ব্যবসার দ্বার উম্মোচিত হচ্ছে। কেউ আর এখন বেকার নেই। কেউ না কেউ ছোট-বড় ব্যবসায় অর্থ লগ্নি করছে।

ভাঙার সদরদি এলাকার ভ্যানচালক লুৎফর মুন্সী বলেন, আগে ভ্যান চালিয়ে তিনি ২-৩শ টাকা আয় করতেন। এখন তিনি প্রতিদিন ভ্যান চালিয়ে ১২-১৩শ টাকা আয় করেন। পদ্মা সেতুর কারনে এ এলাকায় অনেক কাজ হচ্ছে। আর এসব কাজের জন্য বিভিন্ন স্থান থেকে লোকজন আসছে। কাউলীবেড়া বাজারের হোটেল ব্যবসায়ী ইলিয়াস বেপারী বলেন, আগে এ বাজারে হোটেল ব্যবসা তেমন একটা চলতো না। কিন্তু এখন দিন বদলেছে। আগের চেয়ে ব্যবসা অনেক ভালো। তাছাড়া যে উন্নয়ন হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে তা দেখলে মনটা জুড়িয়ে যায়।

নগরকান্দার চরযশোরদী ইউনিয়নের দিনমজুর আইয়ুব আলী জানান, তার অল্পকিছু জমি ছিল হাইওয়ের পাশে। সরকার রেলের জন্য জমিটি অধিগ্রহন করে। সেই জমি থেকে তিনি কোটি টাকার বেশী দাম পেয়েছেন। সেই টাকা এখন ব্যাংকে জমা রেখেছেন। আগামীতে তার ইচ্ছে রয়েছে এ টাকা দিয়ে ভালো কিছু করার। চরযশোরদী ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেতা আরিফুর রহমান পথিক তালুকদার বলেন, এখন আর মানুষ গরীব নেই। যার অল্পকিছু জমি রয়েছে সেই এখন কোটিপতি। জমির দাম কয়েক গুন বেড়েছে। তাছাড়া পদ্মাসেতুর কারনে এ অঞ্চলের মানুষের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। বেকার বলতে এখন আর কিছু নেই। এলাকায় অনেক শিল্প কারখানা গড়ে উঠছে। সেখানে লাখো মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। তিনি বলেন, পদ্মা সেতুর কারনে দক্ষিনাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ন জেলা হয়ে উঠেছে ফরিদপুর।

ফরিদপুর চেম্বার অব কমার্সের পরিচালক আলী আশরাফ পিয়ার বলেন, পদ্মাসেতু শুধু দক্ষিনাঞ্চলের মানুষের ভাগ্যউন্নয়নে কাজ করবে না। সারাদেশের যোগাযোগের এবং পণ্য পরিবহনে নতুন দিগন্ত উম্মোচিত হবে। এই পদ্মাসেতুর কারনেই এ অঞ্চলের মানুষ তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যসহ সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারবে।

ফরিদপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি শামীম হক বলেন, এক সময় ফরিদপুর ছিল অবহেলিত। বঙ্গবন্ধু কন্যার উন্নয়নের ছোঁয়ায় বদলে যাচ্ছে ফরিদপুর। সারাদেশের মধ্যে ফরিদপুর একটি গুরুত্বপূর্ন জেলা হয়ে উঠেছে। এজন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই।

ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক অতুল সরকার বলেন, পদ্মাসেতু বাংলাদেশের গর্বের বিষয়। পৃথিবীর অন্যতম স্থাপনার মধ্যে এটি একটি।

পদ্মাসেতু চালুর ফলে দক্ষিন-পশ্চিমাঞ্চলসহ সারাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হবে। একটি সেতুকে ঘিরেই বদলে যাবে এতদাঞ্চলের মানুষের ভাগ্যে।

(লেখকঃ কামরুজ্জামান সোহেল, ফরিদপুর প্রতিনিধি, এটিএন নিউজ; এটিএন বাংলা ও বাংলাদেশ প্রতিনিধি)

ছবিঃ ইয়াসিন কবির জয়

স্বপ্নের পদ্মা সেতু উদ্বোধনের মধ্যে দিয়ে খুলে গেল দখিনা দুয়ার

পান্না বালা

যে স্বপ্ন দেখে বাঙালি সে স্বপ্নের বাস্তবায়ন করে ছাড়ে। পৃথিবী অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখেছে এ জাতির সাফল্য। স্বপ্ন থাকলে তার রূপকারও থাকে। তার আগে বলি, আমি সে স্বপ্নের কথা বলছি না যে স্বপ্ন মানুষ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখে। আমি সেই স্বপ্নের কথা বলছি যে স্বপ্ন মানুষকে ঘুমাতে দেয়না, বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত।

পারাধীন ছিল বাঙালি। হাজার বছরের স্বপ্ন ছিল স্বাধীনতা অর্জনের। এ স্বাধীনতা অর্জনের স্বপ্ন বুকের মধ্যে লালন করে বছরের পর বছর তাকে কাটাতে হয়েছে একজন রূপকারের জন্য। সেই রূপকারের জন্ম হয়েছিল ১৯২০ সালে তৎকালীন ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে। তিনিই হাজার বছরের সেরা বাঙালি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তার বলিষ্ট নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে বাঙালি জাতি মুক্তি সংগ্রামের মধ্যে ছিনিয়ে আনে বিজয়।

আগামী ২৫ জুন আরেকটি স্বপ্নের বাস্তবায়ত হতে যাচ্ছে। দক্ষিণ বাংলার ২১টি জেলার মানুষের শত শতাব্দীর চাওয়া ছিল পদ্মা নদীর উপর আরেকটি সেতু নির্মাণের। প্রমত্তা পদ্মা নদীর বুকের উপর সেতু নির্মাণ করা যাবে এ যেন এক স্বপ্নের অতীত ঘটনা। তারপরও মানুষ স্বপ্ন দেখে নিজের জীবন যাত্রার মান পাল্টানোর, স্বপ্ন দেখে আর্থিক স্বনির্ভরতার, স্বপ্ন দেখে সারা দেশের সাথে এক সাথে এক সুরে কথা বলার।

এই স্বপ্ন বাস্তবয়নের রূপকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ কন্যা আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

এ কথা দ্বিধাহীন ভাবে বলা যায় যদি আজ প্রধানমন্ত্রী পদে শেখ হাসিনা না থাকতেন তবে বাঙালির এ স্বপ্ন এত সহজে পূরণ হওয়ার কথা ছিল না। মনে পড়ে সেই দিনটির কথা যেদিন বিশ্ব ব্যাংক পদ্মা সেতু করার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরও মিথ্যা অজুহাতে পদ্মা সেতু নির্মানের প্রতিশ্রুত টাকা দিতে অস্বীকার করে। মিথ্যাচারের কাছে নতজানু বিশ্বব্যাংক সেদিন আমাদের কতই না বিপদের মুখে ফেলে দিয়েছিল। 'একটি স্বপ্নের মৃত্যু হতে যাচ্ছে'-দেখে আমরা হতাশায় প্রায় নিমজ্জিত হতে বসেছিলাম।

ঠিক সেই সময় গর্জে ওঠেন বঙ্গবন্ধু কন্যা আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দীপ্ত সুরে তিনি ঘোষণা দেন, 'বিশ্ব ব্যাংকের টাকার প্রয়োজন নেই, পদ্মা সেতু করবো আমারা আমাদের নিজেদের টাকা দিয়ে'।

শেখ হাসিনার এ ঘোষণা শুনে বিশ্ব থমকে দাঁড়িয়েছিল, কিভাবে এ অসাধ্য সাধন করা সম্ভব বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশের। আমাদের দেশের অনেকেও বিশেষত স্বাধীনতা বিরোধী ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা লালনকারী দল ও ব্যাক্তিবর্গ হাসি তামসা, ঠাট্টা করেছিল শেখ হাসিনার এ ঘোষণা শুনে।

তারপর যতই দিন গেছে সমালোচক ও নিন্দুকদের মুখে ঝামার ঘষা পড়েছে। ধীরে ধীরে দৃশ্যমান হয়েছে পদ্মা সেতু। সেই স্বপ্নের পদ্মা সেতু উদ্বোধন হচ্ছে ২৫ জুন শনিবার। আর পরদিন ২৬ জুন সকাল ৬টা থেকেই ওই সেতু দিয়ে সকল ধরণের যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হবে।

এক্ষেত্রে একটি বিষয় আসে পদ্মা সেতু চালু হলে এ অঞ্চলের কি কি পরিবর্তন হতে পারে। প্রথমত এ এলাকার আর্থ সামজিক অবস্থার উন্নতি ঘটবে। এর মধ্যে অর্থনৈতিক ভাবে সবচেয়ে বেশি উপকারে আসবে পাটের উপর নির্ভরশীল ব্যাক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ। কেননা পাট চাষের জন্য এ ফরিদপুরসহ এ অঞ্চল অগ্রগণ্য।

পাটের কথা এলেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কথা আসে। পাট পচার পর ধুয়ে যখন শুকানো হয় তখন তার রং হয় সোনালী। এজন্যই এ দেশকে বলা হয় সোনালী আশের দেশ। পাশাপাশি ধান পাকলেও সোনালী আকার ধারণ করে।

বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাক্কালে দুই পাকিস্তানের বৈষম্য নিয়ে নানা কথা বলেছেন, তুলে ধরেছেন নানা পরিসংখ্যান। পাট এ অঞ্চলে উৎপাদিত হতো কিন্তু বেশির ভাগ পাটকল স্থাপন করা হয় পশ্চিম পাকিস্থানে। বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন জনসভায় বলতেন, আমার কৃষক পাট উৎপান করে টাকা পায়না, তার পেটে খাবার জোটেনা অথচ পশ্চিম-রা পাটনির্ভর শিল্প কলকারখানা গড়ে বিদেশে রপ্তানি করে শত শত কোটি টাকা আয় করছে। আমার কৃষকের পেটে ভাত জোটে না, অথচ ওরা ফুলে ফেপে উঠছে। অর্থাৎ 'খায় দায় চাঁন মিয়া, মোটা হয় গফুর'।

ফরিদপুরে বর্তমানে পাটের চাহিদা বাড়ছে, বাড়ছে পাটের দাম। কাঁচামাল পাটকে কেন্দ্র করে এ জেলায় গড়ে উঠেছে বেশ কয়েকটি পাট কল। এ পাটকলগুলি মূলত সুতা, চট, বস্তা তৈরি করে বিদেশে রপ্তানি করে।

বিদেশে রপ্তানির ক্ষেত্রে সময় একটি বড় বাধা। আবহমানকাল ধরে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল ফরিদপুর শহরের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া পদ্মা নদী। নদী পার হতে নির্ভর করতে হতো ফেরির উপর। দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া ও মাওয়া-কাঠালবাড়ি ঘাটে ফেরিতে পার হয়েই রপ্তানিযোগ্য এ পণ্য চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর হয়ে বিদেশে পাঠানো হয়।

নদী ভাঙ্গনের জন্য ফেরি ঘাট সরিয়ে নেওয়া, ফেরি বিকল হয়ে পড়ায় যানজট, গ্রীষ্ম-বর্ষায় ঝড়ের কারনে এবং শীতে কুয়াশার কারনে ঘন্টার পর ঘন্টা ফেরি চলাচল বন্ধ থাকে। এসব কারনে রপ্তানী পণ্য পরিবহনে একটি বড় বাধা হয়ে ছিল।

তবে আগামী ২৫ জুন স্বপ্নের পদ্মা সেতু চালু হলে এ বাধাগুলি দূর হয়ে যাবে। এমনই মানে করছেন এ অঞ্চলের পাট কলের মালিকরা। তারা মনে করছেন এর সাথে পাটের দাম বাড়বে এবং কৃষক ভালো দাম পাবে।

এ বিষয়ে কথা হয় ফরিদপুরের দুটি বড় পাট কলের চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর মিয়ার সাথে। তিনি ফরিদপুর সদরের বাখুন্ডা এলাকায় অবস্থিত জোবায়দা করিম জুট মিলস লি. ও কানাইপুর এলকায় অবস্থিত মেসার্স করিম জুট স্পিনার্স লি. এর চেয়ারম্যান। ওই দুটি পাটকলে প্রায় সাড়ে চার হাজার শ্রমিক কাজ করেন। শ্রমিকদের ৮০ ভাগ নারী।

জাহাঙ্গীর মিয়া বলেন, ফরিদপুরের পাট উৎকৃষ্ট মানের। এই পাটকে কেন্দ্র করেই আমরা একাধিক পাটকল করেছি। এতদিন আমাদের মিল থেকে উৎপন্ন পণ্য চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর দিয়ে বিদেশে রপ্তানী করতে নানাবিধ সমস্যা হতো। বিশেষত পদ্মা নদী পাড় হওয়ার ব্যাপারে বিড়ম্বনার শেষ ছিল না। পদ্মা সেতু চালু হলে আমাদের দিনের পর দিন ফেরি ঘাটে ফেরির অপেক্ষায় বসে থাকতে হবে না। পাশাপাশি বিদেশি ক্রেতারা নদী পাড় হতে হবে বলে ঢাকা পর্যন্ত এলেও ফরিদপুরে আসতে চাইতেন না। সে সমস্যা দূর হবে। এ এলাকায় আরও শিল্প কারখানা স্থাপিত হবে। বাড়বে পাটের চাহিদা। এখন পাট চাষ করে আজ যে কৃষক মন প্রতি যে দাম পায় পদ্মা সেতু চালু হওয়ার পর আরও বেশি দামে পাট বিক্রি করতে পারবে। সব মিলিয়ে পদ্মা সেতু চালু হওয়ার পর পাটের একটি উজ্জল ভবিষ্যৎ পাবো বলে আমার বিশ্বাস।

ফরিদপুরে একমাত্র ভারি শিল্প প্রতিষ্ঠান বলতে মধুখালীতে অবস্থিত ফরিদপুর চিনিকল ছিল। সেটি সরকারি। তবে পাট নির্ভর ২২টি পাটকল এ জেলায় রয়েছে। এগুলি বেসরকারি। এর মধ্যে কোন মিলে শ্রমিক তিন হাজার আবার কোন মিলে

শ্রমিক আছেন দুইশ। নানা প্রতিবন্ধকতার কারনে কোন কোন মিল উৎপাদন বন্ধ করে দিয়েছে। ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের প্রভাবও পড়েছে। তবে বেশির ভাগ বন্ধ হওয়া মিল মালিকদের মতে যাতায়তের সমস্যার কারনে চুক্তি অনুযায়ী সময়মত পণ্য সরবরাহ না করা নেতিবাচক প্রভাব হয়ে কাজ করেছে।

জানতে চাইলে ফরিদপুর চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ড্রাস্টিজের সভাপতি মো. নজরুল ইসলাম বলেন, এ অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণ পাট উৎপন্ন হয়। বন্ধ হওয়া পাটকলগুলি চালু না থাকার জন্য পাট কোন সমস্যা নয়। মূল সমস্যা পরিবহনগত। বিদেশিরা চুক্তির সময়কালের মধ্যে পণ্য সরবরাহ না পেলে তা বাতিল করে দেয়। পদ্মা নদী পাড়াপাড়ের ঝুকি ঝামেলা ও দীর্ঘসূত্রিতার কারনে এ নেতিবাচক পরিস্থিতির সৃষ্ট হয়েছে।

ফরিদপুর চেম্বারের নজরুল ইসলাম আরও বলেন, আমি মনে করি পদ্মা সেতু চালু হলে এ সমস্যা দূর হবে। অগে বড় বড় উদ্যোক্তা ফরিদপুরসহ এই অঞ্চলে বিনিয়োগ করতে নিরুৎসাহিত ছিল মূলত যোগাযোগ ব্যবস্থার সমস্যার কারনে। এখন সেটি দূর হচ্ছে। পদ্মা সেতু চালু হলে রাতে মিল থেকে লোড করা পণ্য সকালের মধ্যেই পৌছে যাবে চট্টগ্রাম বন্দরে। এখন এ অঞ্চল নিয়ে একটি অর্থনৈতিক জোনও গড়ে তোলা সহজ হবে। পাটের দাম বেশি চাষী পাওয়ার পাশাপাশি এ এলাকার মানুষের ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যেও ফরিদপুরে পাটের চাষাবাদ প্রতিনিয়ত বাড়ছে। গত এক বছরে ফরিদপুরে পাটের উৎপাদন বেড়েছে ১০ হাজার ৭৬৩ মে. টন । ফরিদপুরের আবহাওয়া ও মাটি পাট চাষের অনুকূল হওয়ায় নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যেও ফরিদপুরের কৃষক পাট চাষ করে যাচ্ছেন বংশ পরম্পরায়।

তোষা জাতীয় পাট চাষের দিক থেকে ফরিদপুর দেশের শীর্ষে রয়েছে। এরপর পর্যায়ক্রমে রয়েছে রাজবাড়ী, পাবনা, মাগুরা, কুষ্টিয়া, মাদারীপুর, যশোর, মেহেরপুর গোপালঞ্জ এবং ঝিনাইদহ জেলা। পাবনা বাদে অন্য সব জেলাই পদ্মা নদীর দক্ষিণ পাড়ে অবস্থিত।

ফরিদপুরের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর থেকে পাওয়া তথ্য থেকে জানা যায়, ২০০৯-১০ অর্থ বছরে ফরিদপুরে ৭৫ হাজার ৮৯৫ হেক্টর জমিতে পাটের আবাদ করা হয়। ওই অর্থ বছরে পাটের উৎপাদন হয়েছিল ১ লাখ ৬৬ হাজার ৯৫১ মে. টন। গত ২০২১-২২ অর্থ বছরে পাটের আবাদ করা হয়েছে ৮৫ হাজার ৭৭ হেক্টর জমিতে। এ থেকে উৎপাদন হয়েছে ১ লাখ ৯৯ হাজার ৮২০ মে.টন। ২০২১-২২ বছরে ১২৪ হেক্টর জমিতে কম জমিতে পাটের আবাদ করা হলেও পাটের উৎপাদন গত অর্থ বছরের তুলনায় ১০ হাজার ৭৬৩ মে. টন বেশি হয়েছে।

গত ১৩ বছরের মধ্যে গত অর্থ বছর ২০২০-২১ অর্থ বছরে পাটের আবাদ করা হয় সবচেয়ে বেশি জমিতে ৮৫ হাজার ২০১ হেক্টর জমিতে। কিন্তু ওই বছর প্রথমে খরা, পোকা ধরা, পরে অতিবৃষ্টি এবং সবশেষে শিলা বৃষ্টির কারনে পাটের উৎপাদন হয়েছিল কম ১ লাখ ৮৯ হাজার ৫৭ মে.টন। ওই বছর পাটের ভালো দাম পেয়েছে কৃষক।

২০২০-২১ বছর থেকে ২০২১-২২ বছরে ১২৪ হেক্টর জমিতে কম জমিতে পাটের আবাদ করা হলেও পাটের উৎপাদন গত অর্থ বছরের তুলনায় ১০ হাজার ৭৬৩ মে. টন বেশি হয়েছে। চলতি ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে পাট চাষ করা হয়েছে ৮৫ হাজার ৮৬৫ হেক্টর জমিতে। যা গত অর্থ বছরের তুলনায় ৭৮৮ হেক্টর বেশি জমিতে।

ফরিদপুরের সব উপজেলাতে পাট উৎপন্ন হলেও নগরকান্দা ও সালথায় পাট উৎপাদন হয় সবচেয়ে বেশি।

সালথার আটঘর ইউনিয়নের চাউলিয়া গ্রামের বাসিন্দা পাটচাষী আব্দুল হালিম মাতুব্বর (৪৮) বলেন, তিনি প্রতি বছর সাড়ে তিন বিঘা জমিতে পাট চাষ করে গড়ে ৪৫ মন পাট উৎপাদন করেন। পাটের বাজার অস্থিতিশীল হওয়ায় পাট বিক্রি করতে হয়েছে তিন হাজার দুইশ টাকার মধ্যে। এক মন পাট উৎপাদনে এক হাজার ৬০০ টাকা খরচ হয়। সব সময় পাটের লাভজনক দাম পাওয়া যায় না। তবে পদ্মা সেতুর কারনে এ এলাকায় আরও মিল কল কারখানা গড়ে উঠলে পাটের চাহিদা বাড়বে। পাটের চাহিদা বাড়লে কৃষক পাটের ভালো দাম পাবে।

ফরিদপুরের নগরকান্দা উপজেলার চরযশোরদী ইউনিয়নের চর রাখালপুর গ্রামের বাসিন্দা পাট চাষী আজিজ তালুকদার (৬২) বলেন, তিনি চার একর জমিতে পাট চাষ করেছেন। এ থেকে ১০০ থেকে ১২০ মন পাট তিনি পাবেন বলে আশা করছেন। তিনি বলেন, গত বছর পাটের দাম ভালো পেয়েছেন। এবারও ভালো দাম পাবেন বলে তিনি প্রত্যাশা করছেন। পাদ্মা সেতু হওয়ায় পাটের কদর বাড়বে বলে মনে করেন আজিজ তালুকদার। এর ফলে আরও পাটকল স্থাপিত হবে, পাটের চাহিদা বাড়বে, কৃষক দাম ভালো পাবে।

পাট কেনাবেচার জন্য ফরিদপুর সদরের কানইপুর বাজার গুরুত্বপূর্ণ। ওই বাজারে গত অন্তত ৩০ বছর ধরে পাটের ব্যবসা করছেন খোকন মাতুব্বর (৪৮)।

খোকন মাতুব্বর বলেন, পদ্মা সেতুর কারনে এ এলাকায় মিল কারখানা হবে, বন্ধ হওয়া মিলগুলি চালু হওয়ার সুযোগ তৈরি হবে, পাশাপাশি পাটের দাম বাড়বে কৃষক লাভবান হবে। তবে এ ক্ষেত্রে দুটি বিষয়ের উপর সরকারের নজরদারি প্রয়োজন তা হলো মিল মালিকরা সিন্ডিকেট করে পাট কেনা বন্ধ করা বা কমিয়ে দিয়ে বাজারে পাটের দাম না কমায় এবং বিদেশী শিপাররা খোলা বাজার থেকে যাতে সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে পাট কিনতে পারে।

ফরিদপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক হযরত আলী বলেন, পাট উৎপাদনে এ জেলার মটি যুতসই, পাশাপাশি পাট উৎপাদনের জন্য পাটের পাতা মাটিতে পড়ে জমি উর্বর হয়। তিনি বলেন, বর্তমানে আমাদের কৃষি বিজ্ঞানীরা নতুন নতুন জাতের পাট উদ্ভাবন করেছেন। ইতিমধ্যে পরীক্ষামূলক বাবে দুই একটি জাতের আবাদ করে ভালো ফলন পাওয়া গেছে।

হযরত আলী বলেন আমি মনে করি পদ্মা সেতু চালু হলে এ এলাকায় আন্যন্য মিল কল কারখানার সাথে সাথে নতুন নতুন পাটকল স্থাপন হবে। তখন পাটের চাহিদা আরও বাড়বে। পাটের চাহিদা বাড়লে কৃষক লাভবান হবে।

শুধু পাট বা পাট শিল্প নয়। পদ্মা সেতু খুলে দেবে দখিনের হাজারো দুয়োর। এমনই বক্তব্য ফুটে উঠেছে বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার লোকদের সাথে মকথা বলেন

বীর মুক্তিযোদ্ধা ও ভাঙ্গার আলগী ইউনিয়নের বাসিন্দা মিয়ান আব্দুল ওয়াদুদ (৬৯) বলেন, পদ্মা সেতু দক্ষিণের মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের দ্বার খুযলে দেবে । ব্যাপক উন্নয়ন হবে ভাঙ্গা সহ আশেপাশের এলাকায় ব্যাপক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে ও মানুষের আশা পূর্ণ হবে ।

ভাঙ্গা মহিলা কলেজের অর্থনীতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক নুরুন্নাহার বেগম বলেন স্বপ্নের পদ্মা সেতু চালু হলে দক্ষিণাঞ্চলের সঙ্গে খুলে যাবে যোগাযোগের নতুন দুয়ার । মুন্সিগঞ্জ, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, ফরিদপুরসহ দক্ষিণবঙ্গের ২১ টি জেলার মানুষের সোনালি ভবিষ্যৎ তৈরি হবে। যোগাযোগের সময় সংক্ষেপ হবে। ঢাকামুখী অফিসগামী মানুষের স্বস্তি হবে। মোটকথা শ্রম মূলধনের গতিশীলতা বাড়বে। কর্মসংস্থান বাড়ার পাশাপাশি ব্যাপক আর্থসামাজিক উন্নয়ন করবে। তবে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে না পারলে সড়কে বেসামাল পরিস্থিতি তৈরি হবে।

ফরিদপুর জেলা মিনিবাস মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও ভাঙ্গার বাসিন্দা সোবহান মুন্সি বলেন, আমরা অধীর আগ্রহে প্রহর গুনছি ২৫ জুনের অপেক্ষায়। ফরিদপুর জেলা মিনিবাস মালিক গ্রুপের পক্ষ থেকে বর্তমান সরকারকে অভিনন্দন জানাই। অবহেলিত শ্রমিক-মালিকদের ভাগ্যের উন্নয়ন পদ্মা সেতুর মধ্য দিয়ে হবে। এলাকায় বিভিন্ন কোম্পানি ইতোমধ্যে জায়গা কিনেছে মিল কারখানা তৈরি করার জন্য। এলাকার জায়গার মূল্য অনেক গুণ বেড়ে গেছে । গাড়ির সংখ্যা বাড়বে। শ্রমিকদের কর্মসংস্থান বাড়বে। মালিক-শ্রমিকদের আয় বাড়বে।

ভাঙ্গা সরকারি কাজী মাহবুব উল্লাহ কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির মানবিক বিভাগের শিক্ষার্থী চাঁদনী আক্তার বলেন, ছোট বেলা থেকে স্বপ্ন দেখেছি এইচএসসি পাশের পর ঢাকায় কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ব। পদ্মা পারাপারের ঝামেলা থাকায় পরিবারের সদস্যরা রাজি ছিলেন না। পদ্মা সেতু চালু হতে যাওয়ায় আমার স্বপ্ন পূরণ হতে যাচ্ছে।

ভাঙ্গা মহিলা কলেজের শিক্ষক অজয় কুমার দাস বলেন, ভাঙ্গা উপজেলায় নির্মিত হচ্ছে আন্তজার্তিক মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র। এখানে দেশি-বিদেশি গবেষক ও পর্যটকগণ আসবেন। পদ্মা সেতু চালু হাওয়ায় ওই গবেষণা কেন্দ্রকে ঘিরে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিযয়েছে। এতে বেশ কিছু লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে। পাশাপাশি ভৌগোলিকভাবে গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে।

পদ্মা সেতুর আগেই উদ্বোধন করা হয়েছে দেশের প্রথম এক্সপ্রেসওয়ে। এটি বাংলাদেশের একমাত্র জাতীয় এক্সপ্রেসওয়ে। এটি সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ দ্বারা পরিচালিত। এটি এশিয়ান হাইওয়ে নেটওয়ার্ক এএইচ১-এর একটি অংশ।

এই ছয় লেনের এক্সপ্রেসওয়েতে দুটি সার্ভিস লেন, ৫টি ফ্লাইওভার, ১৯টি আন্ডারপাস, ২টি ইন্টারচেঞ্জ, চারটি রেলওয়ে ওভার ব্রিজ, ৪টি বড় সেতু, ২৫টি ছোট সেতু এবং ৫৪ টি কালভার্ট রয়েছে।

২০১৬ সালে এক্সপ্রেসওয়েটির কাজ শুরু হয়। এটি উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পদ্মা সেতুতে যানবাহন চলাচল নির্বিঘ্ন করতে ঢাকা থেকে মাওয়া এবং জাজিরা থেকে ভাঙ্গা পর্যন্ত ৫৫ কিলোমিটারের এই এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ করা হয়। এতে ব্যয় হয়েছে প্রায় ১১ হাজার ৪ কোটি টাকা। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর স্পেশাল ওয়ার্কস অর্গানাইজেশন (পশ্চিম) সড়কটি নির্মাণ করে। মূল এক্সপ্রেসওয়েটি চার লেনের। সেতুর দুই পাশে ধীরগতির যানবাহন চলাচলের জন্য সাড়ে পাঁচ মিটার প্রশস্থ সড়ক রাখা হয়েছে।

১২ই মার্চ ২০২০,সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যান চলাচলের জন্য নবনির্মিত ৫৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এ দৃষ্টিনন্দন এক্সপ্রেসওয়ের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী পদ্মা সেতু নিয়ে একটি জাদুঘর নির্মানের ঘোষণা দিয়েছেন। এটি স্থাপন করা হবে ভাঙ্গায়।

পদ্মা সেতু অতিক্রম করতে মাত্র ছয় মিনিট সময় লাগবে। অথচ সেদিনও পদ্মা নদী অতিক্রম করতে ৬ ঘন্টা, ১২ ঘন্টা এমনকি কোন কোন সময় ১৮ ঘন্টা পর্যন্ত বসে থাকতে হত। এখন এ এলাকার যে লোক ঢাকায় চাকুরি করেন, তারা সকালে ঢাকা গিয়ে বিকেলে অফিস শেষ করে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে আসতে পারবে। এর ফলে ঢাকার উপর জনগণের চাপ কমবে। ভাঙ্গাকে কেন্দ্র করে গঠিত সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে অর্থনৈতিক বিশেষ জোনের।

শুরুতে স্বপ্নের কথা বলেছিলাম। সেই স্বপ্ন দিয়েই শেষ করি। বাঙালি এমন এক জাতি যে জাতিকে 'দাবায় রাখা যায় না'। শত বাধা বিপত্তি উপেক্ষা ও মাড়িয়ে বাঙালি জাতি আবার ফনিক্স পাখির মত জেগে ওঠে। 'জ্বলে পুড়ে ছাড়খার তবু মাথা নোয়ানোর নয়'-এ বৈশিষ্ট যে জাতির অস্তি মজ্জায় মিশে থাকে সে জাতি স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে করতে এভাবেই এগিয়ে যায় কখনো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের হাত ধরে, কখনও বা শেখ হাসিনার হাতের যাদুর পরশে।

(লেখকঃ পান্না বালা, নিজস্ব প্রতিবেদক, প্রথম আলো)

পদ্মা নদীর বুকে স্বপ্নের পদ্মা সেতু

ড. মোহাম্মদ আলী খান

বলা হয়ে থাকে, মিশর যেমন নীল নদের দান, ফরিদপুর তেমনি পদ্মা নদীর দান। ১৯২৫ সালে প্রকাশিত এল.এস.এস ও ম্যালী, ফরিদপুর জেলা গেজেটিয়ারে লিখেছিলেন, 'Just as Egypt has been called the gift of the Nile, so Faridpur may be styled the gift of the Ganges (Padma) and its distributaries' [page-2]। শুধু বৃহত্তর ফরিদপুর নয়, দক্ষিণ বাংলার সব জেলার ভূমি গঠনে পদ্মার অবদান অসামান্য। আর শুধু দুই পাড়ের মানুষ নয়, পদ্মার দক্ষিণের সব কয়টি জেলার মানুষের সাথে পদ্মার যোগাযোগ সুনিবিড়।

পদ্মা প্রমত্তা নদী। একুল ভাঙ্গে, ওকুল গড়ে। পদ্মা বিগত কয়েক শতাব্দীতে বহুবার তার চলার পথ পাল্টিয়েছে। একসময়ের দক্ষিণ বিক্রমপুর পদ্মার গতিপথ পরিবর্তনের কারণে বৃহত্তর ফরিদপুরের অংশ হয়ে বর্তমানে শরীয়তপুর জেলা। যদি প্রশ্ন করা হয়, পদ্মা তুমি কোথা থেকে এসেছ? এর উত্তর পাবার জন্য যেতে হবে হিমালয়ের কাছে। জন্ম গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে ৭ হাজার মিটার উঁচুতে। নাম তার গঙ্গা। বাংলাদেশে প্রবেশের পর এর নাম হয়েছে পদ্মা। কিন্তু রেনেলের মানচিত্রে [১৭৮০ খ্রি.] একে গঙ্গাই বলা হয়েছে। তখন বিশাল যমুনা নদীর জন্ম হয়নি।

ভূগোলের সংজ্ঞা অনুযায়ী এবং আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে গঙ্গা যেখানে যমুনার সাথে মিলিত হয়েছে, অর্থাৎ গোয়ালন্দে-আরিচায়, তখন থেকে এর পরিচিতি পদ্মা এবং মেঘনার সাথে মিলিত হবার পূর্ব পর্যন্ত প্রমত্তা পদ্মা। খরস্রোতা পদ্মার ভাঙ্গা-গড়ার খেলায় আর এক নাম হয়েছে কীর্তিনাশা, কবি নবীনচন্দ্র সেন 'কীর্তিনাশা' কবিতায় লিখেছেন, 'এত অভিমান যদি, ধর তবে নদী/ ধর একবার সেই ভীষণ আকার...'। ১৮৯৪ সালের ডিসেম্বরে কবিগুরু লিখেছেন, 'বর্ষার সময় সে [পদ্মা] আপনার সহস্র ফণা তুলে ডাঙার উপর ছোবল মারতে মারতে, গর্জন করতে করতে, কেমন করে আপনার প্রকাণ্ড বাঁকা লেজ আছড়াতে আছড়াতে, ফুলতে ফুলতে চলত, সেই দৃশ্যটাও মনে পড়ল...'। কত কবিতা, গানে, উপন্যাসে, গল্পে পদ্মা এসেছে তার মহিমা নিয়ে।

জাতীয় কবি নজরুল লিখেছেন, 'পদ্মার ঢেউরে'!– 'মোর শূন্য হৃদয় পদ্ম নিয়ে যা যারে...'। কবি সত্যেন্দ্রনাথের সঘন উচ্চারণ ছিল 'হে পদ্মা! প্রলয়ঙ্করী! হে ভীষণা! ভৈরবী সুন্দরী...'। কবি ফররুখের কথামালায়, 'হে পদ্মা, প্রমত্ত নদী, হিমাদ্রির দুরন্ত সন্তান...'। সেই গান এখনো কানে বাজে, আব্দুল লতিফের কথায়, আব্দুল আলীমের কণ্ঠে, 'সর্বনাশা পদ্মা নদী তোর কাছে শুধাই, বল আমারে...'। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালজয়ী উপন্যাস 'পদ্মা নদীর মাঝি', কথাসাহিত্যিক আবু ইসহাকের উপন্যাস 'পদ্মার পলিদ্বীপ' তো প্রমত্তা পদ্মাকে ঘিরে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী, ভারতের ফারাক্কা থেকে দৌলতদিয়া পর্যন্ত পদ্মার দৈর্ঘ্য ১৮৫ কি. মি. আর দৌলতদিয়া থেকে চাঁদপুর পর্যন্ত ১০২ কি. মি.। সেই প্রমত্তা নদীতে ঢেউ ঠেলে বৈঠা বেয়ে বা সাঁতার কেটে নয়, এবারে তাকে বশে এনেছে স্বপ্নের সেতু, নাম তার পদ্মা সেতু। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সেতু যার দৈর্ঘ্য ৬.১৫ কিলোমিটার [২০ হাজার ২শত ফুট] এবং প্রস্থ ১৮.১০ মিটার [৫৯.৪ ফুট]। ভৌগোলিক স্থানাঙ্ক ২৩.৪৪৬০ উত্তর ও ৯০.২৬২৩ পূর্ব। এর সাথে অ্যাপ্রোচ রোড ১২.১১৭ কিলোমিটার, নদীশাসনে গিয়েছে ১৪ কিলোমিটার যার মধ্যে ১.৬ কি.মি. মাওয়ায় এবং ১২৪ কি.মি. জাজিরায়। জমি অধিগ্রহণে লেগেছে প্রায় ১ হাজার ৪৭৪ হেক্টর। এই সেতুর অনন্য বৈশিষ্ট্য এখানে আছে রেললাইন আর দোতলায় চার লেনের সড়ক পথ। বহু চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে আজ পদ্মাসেতু দৃশ্যমান। বাংলাদেশের স্বপ্নকে বারে বারে গুড়িয়ে দিতে চেয়েছে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র, সাথে ছিল দেশীয় ষড়যন্ত্র। কিন্তু তা সফল হয়নি।

AECOM-এর নকশায় পদ্মা সেতুর নির্মান কাজ শুরুর কথা ছিল ২০১১ সালে, কিন্তু বিশ্বব্যাংক মিথ্যা অভিযোগ এনে সরে দাঁড়ায়। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার ঘুরে দাঁড়ায়। নিজস্ব অর্থায়নে শুরু করে নির্মাণ কাজ। নির্মাণ কাজ শুরু হয় নভেম্বর ২০১৪ সালে এবং শেষ অবধি একদিনের জন্যও, এমনকি করোনাকালেও কাজ থেমে থাকেনি। আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে কাজ পায় চায়না মেজর ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড। সার্বিক নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ও সেতু বিভাগ। বাংলাদেশ সরকারের যুগান্তকারী সিদ্ধান্তের ফসল আজকের পদ্মা সেতু যার জন্য বাংলাদেশ সরকারের, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ব্যয় হয়েছে ৩০,১৯৩৩.৮৮ মিলিয়ন বা ৩০ হাজার ১৯৩ দশমিক ৩৯ কোটি টাকা বা ৩.৮৬৮ মিলিয়ন ডলার।

আমাজান নদীর পরই পদ্মা সবচেয়ে খরস্রোতা। নদীর তলদেশে মাটির ১২২ মিটার গভীরে বসেছে পাইল যা ৪০ তলা ভবনের সমান। সব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে একে একে বসেছে ৪২টি পিলার। ব্যবহৃত হয়েছে ৩,৯৭,১৬৮ টন লোহা বা স্টিলপ্লেট, ১ কোটি ২০ লাখ ৯৭ হাজার ৯১৪টি ইট, ৩২ লাখ ৩৭ হাজার ১৩০ ঘনমিটার পাথর, ৬ লাখ ৮৫ হাজার ৮১৯ টন সিমেন্ট, ৮০ লাখ কংক্রিট ব্লক। ব্যবহৃত হয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় হ্যামার। পুনর্বাসনে ব্যয় হয়েছে ১ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। নদীশাসন ও পিলার বসানের পর ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে, দীর্ঘ প্রতীক্ষা শেষে, শরীয়তপুরের জাজিরা প্রান্তে ৩৭ ও ৩৮ নম্বর পিলারের উপর ভাসমান ক্রেনের সাহায্যে প্রথম স্প্যানটি বসানো হয়। একে একে শেষ হয় সকল কাজ। প্রায় ৭০০ প্রকৌশলী আর ১৭ হাজার কর্মীর নিরলস শ্রমে স্বপ্নের পদ্মা সেতুর নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। ১৮.৩ মিটার উচ্চতার জাহাজ এই সেতুর নিচ দিয়ে অনায়াসে যেতে পারবে।

২৫ জুন ২০২২ তারিখটি এখন ইতিহাসের এক সোনালি দিন, সারা পৃথিবীকে জানিয়ে দেয় বাংলাদেশ নামের মহিমা। আর তার মধ্যমণি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মহান জাতীয় সংসদে তাই গর্বভরে উচ্চারিত হয়েছে, পদ্মা সেতু নিয়ে দেশ-বিদেশে অনেক ষড়যন্ত্র হয়েছে, কিন্তু নিজেদের টাকায় এই সেতু নির্মাণ করে ষড়যন্ত্রকারীদের সমুচিত জবাব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পদ্মা সেতু সক্ষমতা ও আত্মবিশ্বাসের প্রতীক এবং অপমানের প্রতিশোধ। এই সেতু শুধু সেতু নয়, এটি প্রকৌশলজগতে এক বিস্ময়।

প্রমত্তা পদ্মা নদীর বুকে দৃশ্যমান পদ্মা সেতু মানে স্বপ্নের বাস্তবায়ন, বাংলার মানুষের জয়, বঙ্গবন্ধু কন্যার জয়। (তথ্যসূত্রঃ উইকিপিডিয়া, দৈনিক প্রথম আলো, দৈনিক যুগান্তর, www.padmabridge.gov.bd, ইত্যাদি)

- (লেখকঃ ড. মোহাম্মদ আলী খান, লেখক ও গবেষক)

স্বপ্নের পদ্মা সেতু ॥ উজ্জীবিত ফরিদপুরের সকল পাটচাষী

আলমগীর জয়

অদম্য বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার প্রতিচ্ছবি স্বপ্নের পদ্মা সেতু। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর স্বাপ্নিক ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্ব, অপরিমেয় সাহস, প্রজ্ঞা ও দৃঢ়তার প্রতীক পদ্মা সেতুর শুভ উদ্বোধন করছেন। সব বাঁধা উপেক্ষা করে স্বপ্নের এ সেতু উদ্বোধনের মাহেন্দ্রক্ষণে প্রতিটি বাঙালির হৃদয় আজ আনন্দে উদ্বেলিত। প্রতিটি বাঙালি থেকে আনন্দের যদি ক্লাসিফিকেশন করা হয়, তাহলে ফরিদপুরের পাট চাষীদের জন্য তা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়।

সুদূর প্রাচীনকাল থেকেই ফরিদপুর জেলা পাট চাষ ও নানা রকম পাট পণ্যের জন্য বিখ্যাত। সেই খ্যাতি আজও বজায় রাখতে সর্বাত্মক সহায়তা করছে ফরিদপুরের সকল পাট চাষী। তবে এই খ্যাতি ধরে রাখতে যোগাযোগ ব্যবস্থা তথা পরিবহনের ক্ষেত্রে তাদের প্রায়শই বিড়ম্বনায় পড়তে হয়। স্বপ্নের পদ্মা সেতু উদ্বোধনের মধ্যে দিয়ে সেই বিড়ম্বনা স্থায়ীভাবে বিদূরিত হচ্ছে।

জেলায় রয়েছে ২২ টি জুটমিল, সচল ১৯ টি। এসব মিলের উৎপাদিত পাটপণ্য সুতা রফতানি করা হয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। সেই মিলগুলোতে পাট সরবরাহ করে জেলার পাট চাষীরা। কিন্তু ফেরিঘাটে যানজটের কারণে সেসব পণ্য চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরে সময়মতো পৌঁছানো সম্ভব হতো না। এ জন্য বিদেশি ক্রেতাদের কাছে চুক্তির খেলাপ হতো মিল মালিকদের। ফেরিঘাট থেকে ফিরে আসতো রফতানি পণ্যবাহী ট্রাক। ব্যবসায়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতেন মিল মালিকরা। বন্ধ থাকতো জুটমিল, শ্রমিকরা হয়ে পড়তেন কর্মহীন, এতে কৃষকের পাট চাষেও আগ্রহ কমে যেত। পদ্মা সেতু চালুর ফলে পাটপণ্য রফতানিতে এই ভোগান্তি আর থাকবে না। বেড়ে যাবে চাষীদের পাট চাষের পরিমান।

জেলা সদরের চরমাধব দিয়া ইউনিয়নের কৃষক মোসলেম শেখ বলেন, আমাদের এলাকায় প্রচুর পাট চাষ হয়। কিন্তু বিক্রি করার স্থান শুধু ফরিদপুরেই আমরা সীমাবদ্ধ থাকতাম। এখন পদ্মা সেতু হওয়ার কারনে বাইরেও আমরা পাট বিক্রি করার জন্য সহজে নিতে পারবো। এতে করে সব সময়ই আমরা পাটের ন্যায্য মূল্য পেতে সক্ষম হবে। তিনি আরো বলেন, এখন পাটচাষও বেড়ে যাবে। যাতায়াত সহজ হওয়ায় কৃষকেরা সহজে ও দ্রুততম সময়ে পাট বিক্রি করে ঘরে ফিরতে পারবে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর ফরিদপুর কার্যালয়ের উপ-পরিচালক ড. হজরত আলী বলেন, 'পাটের জন্য বিখ্যাত এই জেলা। সোনালি আঁশের জন্য সুখ্যাতি রয়েছে এই জেলার। চলতি মৌসুমে জেলার দেড় লক্ষাধিক চাষি পাটচাষ করেছেন। জেলায় মোট এক লাখ ২৪ হাজার হেক্টর আবাদি জমির মধ্যে এই মৌসুমে ৮৬ হাজার হেক্টর জমিতে পাটের আবাদ হয়েছে। আবহাওয়া ভালো থাকলে যা থেকে উৎপাদন হবে প্রায় সাড়ে ১১ লাখ বেল পাট।' তিনি জানান, জেলার জুটমিলগুলোতে এই এলাকার অসংখ্য মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

এদিকে সার্বিক উন্নয়নের বিষয়ে ফরিদপুরের ব্যবসায়ীরা জানান, এক পদ্মা সেতুতেই বদলে যাবে ফরিদপুরের চিত্র। এক সময়ের অবহেলিত এ জেলা দক্ষিণবঙ্গের উন্নয়নের মডেল হিসেবে বিবেচিত হবে। পদ্মা সেতু চালুর পর বেশকিছু মেগা প্রকল্পের কাজ জেলার বিভিন্ন স্থানে শুরু হবে। তা ছাড়া যে কোনো সময় ঘোষণা হতে পারে বৃহত্তর ফরিদপুরের পাঁচ জেলা নিয়ে পদ্মা বিভাগ। তারা আরও বলেন, সেতু উদ্বোধনের পর থেকে রাজধানী ঢাকার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হচ্ছে এ অঞ্চলের ২১ জেলা। এতে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের গ্রামীণ অর্থনীতি সচল হবে। গড়ে উঠবে শিল্প কলকারখানাসহ বহু বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। বাড়বে মানুষের কর্মসংস্থান, কমবে বেকার সমস্যা।

ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক অতুল সরকার বলেন, সেতুকে কেন্দ্র করে এ জেলায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের উন্মোচন হবে। পদ্মা সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নের পর ১ দশমিক ২৩ শতাংশ হারে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) বৃদ্ধি পাবে। এছাড়াও দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জিডিপি বাড়বে ২ দশমিক ৩ শতাংশ। তিনি বলেন, ইতিমধ্যে সেতুকে কেন্দ্র করে ফরিদপুর-মাদারীপুর সীমান্তবর্তী এলাকায় অলিম্পিক ভিলেজ, শেখ হাসিনা তাঁত পল্লী, ভাঙ্গায় বঙ্গবন্ধু মহাকাশ পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র তৈরি হতে চলেছে। এ জেলার প্রতিটি জায়গায় অর্থনৈতকি উন্নয়নরে ছোঁয়া লাগছে।

স্বপ্নের পদ্মা সেতুর চালুর মধ্যে দিয়ে ব্যাপক উন্নয়নের আশায় উজ্জীবিত ফরিদপুরবাসী। স্থানীয়দের ভাষ্য, পদ্মা সেতু চালু হলে এ অঞ্চলের যাতায়াত ব্যবস্থায় অভাবনীয় উন্নয়নের পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং শিল্প-কারখানা গড়ে উঠবে। এ অঞ্চলের আর্থসামজিক অবস্থার চিত্র বদলে যাবে। ফরিদপুরের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নের সাথে সাথে স্বপ্নের পদ্মা সেতু জেলার সকল পাটচাষীদের অভাবনীয় ও কল্পনাতীত উন্নয়ন সাধিত হবে।

(লেখকঃ আলমগীর জয়, নির্বাহী সম্পাদক, প্রশাসন প্রবাহ)

স্বপ্নের পদ্মা সেতু

প্রাসঙ্গিক ভাবনা

রেজভী জামান

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি সুখী-সমৃদ্ধ উন্নত বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নে আবিষ্ট ছিলেন। ১৯৭১ সালের গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশকে সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য যথাসাধ্য প্রয়াস চালিয়ে যান। একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে স্বনির্ভর দেশ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তিনি অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে হাত দেন। অর্থনৈতিক মুক্তি তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল। এই মুক্তি অর্জনের জন্য তিনি যখন কাজে মনোনিবেশ করেন ঠিক তখনই একটি কুচক্রী মহল, স্বাধীনতার পরাজিত শক্তি এবং তাদের বৈদেশিক অনুচরেরা ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে থাকে এবং তাঁর শাসনামলের মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় তারা জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যা করে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অনুধাবন করেছিলেন রাজধানীর সাথে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের যোগাযোগ সহজতর করার জন্য এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে পদ্মা নদীতে সেতু নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা।

কেন পদ্মা সেতু অপরিহার্য?

পদ্মা সেতু রাজধানীর সাথে দেশের দক্ষিণ অঞ্চলের ২১টি জেলার প্রবেশদ্বার হিসেবে যোগাযোগ, ব্যবসা-বাণিজ্য, পণ্য পরিবহন, শিল্পায়ন, শিক্ষা ও আবাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে পারে। সুদীর্ঘকাল ধরে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের প্রাণের দাবি পদ্মা সেতু। পদ্মায় সেতু না থাকায় এ অঞ্চলের মানুষ প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে বঞ্চিত হয়েছে। যে কারণে এ অঞ্চলে অজস্র সম্ভাবনাময় সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও শিল্পায়নের ক্ষেত্রে রয়েছে পশ্চাৎপদতা। বর্ষা ঋতুতে, শীতের তীব্র কুয়াশায় ফেরি চলাচল বিঘ্নিত হওয়ায় সবজি, মাছের পোনা ও অন্যান্য পচনশীল দ্রব্যাদি পরিবহন অনেক ক্ষেত্রেই ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। পদ্মা ব্রিজ উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে এ অঞ্চলের মানুষের শুধু স্বপ্ন পূরণ হবে না। জাতীয় অর্থনীতিতে সেতুটি মুখ্য ভূমিকা রাখবে। রাজধানী ঢাকা এখন অনেকটাই বসবাসের অনুপযোগী। প্রাত্যহিক যানজট, ক্ষতিকর গ্যাস সমূহ নির্গমন, তীব্র ঘনবসতি, অপরিকল্পিত নগরায়ন, নানাবিধ কল কারখানা থেকে নির্গত আবর্জনা ঢাকা শহরকে একটি দুঃস্বপ্নের শহর হিসেবে গড়ে তুলছে। পদ্মা সেতু বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে অবকাঠামোগত যে উন্নয়ন হবে তাতে অনেক স্থাপনা ঢাকার ঘনবসতিপূর্ণ জায়গা থেকে ঢাকার বাইরে সরিয়ে আনা সম্ভব হবে। এমনকি ঢাকা শহরের অদূরে আবাসিক এলাকা তৈরি হবে দূষণমুক্ত এলাকায়। ঢাকা শহরের উপর চাপ কমে যাবে অনেক। সড়ক এবং রেলসেতুর সুবিধার মধ্য দিয়ে নির্বিঘ্নে দূরবর্তী জায়গা থেকেও ঢাকায় পৌঁছে দাপ্তরিক কাজ যথাযথভাবে সুসম্পন্ন করা সম্ভব হবে। পদ্মার দুই পাড়ে চমৎকার পর্যটন কেন্দ্র, বিপণিকেন্দ্র, আবাসিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করবে পদ্মা সেতু। একই সাথে নড়াইলের কালনা সেতু উদ্বোধন হতে যাচ্ছে খুবই অল্প সময়ের মধ্যে। ফলে বেনাপোল স্থল বন্দরের কার্যক্রমেও গতির সঞ্চার হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাহসী পদক্ষেপ এবং পদ্মা সেতুঃ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসমাপ্ত স্বপ্নকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তাঁর সুযোগ্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৯ সালে সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। নানা রকম ষড়যন্ত্রের কারণে পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নে বৈদেশিক সহায়তা বন্ধ হয়ে যায়। দাতা সংস্থাগুলি, বিশেষ করে বিশ্ব ব্যাংক তাদের সহায়তার প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার করে নেয়। সকল প্রতিকূলতা এবং ষড়যন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত সাহসিকতা এবং রাষ্ট্রনায়কোচিত রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়ে দেশের নিজস্ব অর্থে পদ্মা সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজে হাত দেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন বিরোধী শিবিরের অনেকেই বিষয়টি নিয়ে তামাশা করেছিল। অনেকেই টকশো-তে সরকারের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। আজ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গৌরবময় পদক্ষেপের প্রশংসা করছেন সবাই। দেশেবিদেশে ভীষণভাবে প্রশংসনীয় হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মেগা প্রজেক্ট পদ্মা বহুমুখী সেতু। আমরা জানি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিচক্ষণ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে আরো বেশ কয়েকটি মেগা প্রজেক্ট বাস্তবায়িত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কর্ণফুলী টানেল, মেট্রোরেলসহ বহু বিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়িত হচ্ছে। তিনি তাঁর রূপকল্প ২০২১ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের পর রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নে নিরলস কাজ করে চলছে। শুধু তাই নয়, তাঁর ডেল্টা পরিকল্পনা একটি মহাপরিকল্পনা হিসেবে দেশকে অনন্য উচ্চতায় অধিষ্ঠিত করবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। পদ্মা সেতু আমাদের নতুন স্বপ্নের দিগন্ত উন্মোচন করতে যাচ্ছে। আগামী ২৫ জুন ২০২২ তারিখে সাড়ম্বরে উদ্বোধন করা হচ্ছে আমাদের স্বপ্নের সেতু।

এক্সপ্রেসওয়ে, রেলওয়ের নান্দনিক সৌন্দর্যঃ

পদ্মার দুই পাড়ে সুদীর্ঘ এক্সপ্রেসওয়ে ইতোমধ্যে ভীষণ রকমের দৃষ্টিনন্দন সড়ক পথ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এক প্রান্তে মুন্সীগঞ্জের লৌহজং উপজেলা, অপর প্রান্তে শরীয়তপুরের জাজিরা উপজেলা। একসময়ের অবহেলিত জনপদ আজ আলোকমালায় সজ্জিত। ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলা থেকে পদ্মার অপর প্রান্তে লৌহজং উপজেলা পর্যন্ত দৃষ্টিনন্দন সড়ক পথ যেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আগামী দিনের উন্নত বাংলাদেশ গড়ার ইঙ্গিত বহন করে। এ অঞ্চলে এখন ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাব, কমার্শিয়াল হাব, বিনোদন কেন্দ্র, পর্যটন কেন্দ্র গড়ে ওঠার জন্য একটি চমৎকার পরিবেশ তৈরি হয়েছে। পদ্মা বহুমুখী সেতুর নান্দনিক নির্মাণশৈলী নিয়েও যথেষ্ট আলোচনা হচ্ছে। অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। অভূতপূর্ব অগ্রগতির এক উজ্জল স্বাক্ষর এ স্বপ্নের সেতু।

পদ্মা সেতুর অর্থনৈতিক গুরুত্বঃ

পদ্মা সেতুর নানান অর্থনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে। বিভিন্ন দিক থেকেই এই সেতু বাংলাদেশের অর্থনীতিকে সচল ও অধিকতর গতিশীল করতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করবে। এই সেতু চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ ও পণ্য পরিবহনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন পরিদৃষ্ট হবে। পদ্মা সেতু ঢাকার সঙ্গে দক্ষিণাঞ্চলের ২১টি জেলার যোগসূত্র স্থাপন করবে। বর্তমানে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে শিল্পায়নের অবস্থা তেমন উন্নত ও যুগোপযোগী নয়। অন্যান্য অঞ্চল থেকে বেশ পেছনেই পড়ে আছে দেশের দক্ষিণাঞ্চল। এই অঞ্চলে কৃষিপণ্য উৎপাদন হয় বটে, কিন্তু যোগাযোগ সমস্যার কারণে দরিদ্র কৃষক তার উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছেন। পদ্মা সেতু এই পরিস্থিতির অবসান ঘটাবে। তাই আমরা বলতে পারি, পদ্মা সেতু দক্ষিণাঞ্চলের কৃষকদের ভাগ্য পরিবর্তনে যেমন ভূমিকা রাখবে, অন্যদিকে কৃষকরা আরও অধিক হারে উৎপাদন করবেন। পাশাপাশি এ সেতুকে কেন্দ্র করে নতুন শিল্প-কলকারখানা গড়ে উঠবে, যা দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিকে সচল রাখবে।

দক্ষিণাঞ্চলে অনেক পর্যটন কেন্দ্র রয়েছে, যা ভ্রমণপ্রেমীদের আকৃষ্ট করে থাকে। সুন্দরবন, কুয়াকাটা, ষাটগম্বুজ মসজিদের মতো অনেক পর্যটন কেন্দ্র ওই অঞ্চলের যাতায়াত ব্যবস্থার অনুপযোগিতার কারণে মানুষের কাছে অনাগ্রহের বিষয় ছিল। পদ্মা সেতুর মাধ্যমে এখন তা নাগালের মধ্যে চলে আসবে। এসব পর্যটন কেন্দ্রের অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন করে তা থেকেও রাষ্ট্র প্রচুর অর্থ আয় করতে সমর্থ হবে। নানা দিক বিবেচনায় আমরা নিঃসংকোচে বলতে পারি, স্বপ্নের পদ্মা সেতু বাংলাদেশের মানুষের অনাগত স্বপ্ন পূরণে কাজ করবে। এ দেশ নিজের অর্থায়নে এত বিশাল সেতু নির্মাণ করতে পারলে, ধীরে ধীরে আরও অবকাঠামোগত উন্নয়ন নিজ অর্থেই সম্পন্ন করতে পারবে। পদ্মা সেতুর বাস্তবায়ন বাংলাদেশের জাতীয় মনোবল ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। পদ্মা সেতুর দুই প্রান্তে গড়ে উঠতে পারে এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন। ইতোমধ্যে, অনেকেই শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার লক্ষ্যে অনেক জায়গা ধার্য করে রেখেছেন।

সরকারের প্রতি জনগণের আস্থাশীলতা বৃদ্ধিতে পদ্মা সেতুর ভূমিকাঃ

পদ্মা সেতু বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে বর্তমান সরকারের সুবিশাল অর্জন সহজেই অনুমেয়। পদ্মা সেতুর সুফল অচিরেই বোধগম্য হবে বাংলাদেশের সকল মানুষের। দক্ষিণ অঞ্চলের প্রায় তিন কোটি মানুষ সরাসরি এ সেতুর সুফল ভোগ করবে। পরিবহন ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে এটি এক অভাবনীয় বিপ্লব আনবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে একজন সফল রাষ্ট্রনায়ক এ সত্যটি পদ্মা সেতু বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে প্রতিটি দেশপ্রেমী নাগরিক বুঝতে পারবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

(লেখকঃ রেজভী জামান, সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ, ফরিদপুর)

স্বপ্নের পদ্মা সেতু ॥ খুলছে নতুন দুয়ার-বদলাচ্ছে পেশা

বি.কে সিকদার সজল

স্বপ্নের পদ্মা সেতু। অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে বাস্তবায়ন হওয়া দেশের সবচেয়ে বড় এ সেতু ঘিরে আগ্রহ এখন সবার। দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রতিদিনই সেতু দেখতে ভিড় জমাচ্ছেন অসংখ্য মানুষ। ভ্রমণপিপাসু মানুষের চাহিদা মেটাতে সেতু সংলগ্ন এলাকায় গড়ে উঠছে হোটেল, রেস্তোরাঁ, রিসোর্ট, পার্কসহ নানা স্থাপনা।

এদিকে সংশ্লিষ্টরা বলছেন, সেতুকে ঘিরে পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন স্থানীয়দের ভাগ্য পরিবর্তনে সহায়ক হবে। সেতু হওয়ার পর আদি পেশা বদলে এখন অনেকেই পর্যটনকেন্দ্রিক নতুন ব্যবসা কিংবা অন্য পেশায় আত্মনিয়োগ করছেন। নতুন উদ্যোক্তারা পর্যটকদের সেবা দেওয়ার প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছেন।

শরীয়তপুর জেলার জাজিরা উপজেলার নাওডোবা এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, পদ্মা সেতু সংলগ্ন এলাকায় গড়ে উঠেছে হোটেল-রেস্তোরাঁ। সেতু এলাকা ঘুরে ভ্রমণপিপাসু মানুষ রেস্তোরাঁয় বসে খাবার খাচ্ছেন। রয়েছে ভ্রাম্যমাণ ফাস্টফুড, ফুচকা, চায়ের দোকান। এগুলো পেয়ে সেতু দেখতে আসা মানুষও খুশি।

এদিকে ফরিদপুরের ভাঙ্গার চার রাস্তা মোড়ে গোল চত্বরে নির্মাণ হয়েছে দর্শনার্থীদের জন্য আকর্ষণীয় কয়েকটি স্পট। এক্সপ্রেসওয়ের ফ্লাইওভার, সৌন্দর্য বর্ধনের ফুল গাছ ও গোল চত্বরের আলোকসজ্জাসহ নানা আয়োজনে মুগ্ধ দর্শনার্থীরা।

ভাঙ্গা থেকে সেতু দেখতে আসা আসলাম শেখ বলেন, স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে সেতু দেখতে এসেছিলাম। সেতুতে উঠতে পারিনি, তবে দূর থেকেই দেখে আমরা খুশি। সেতু দেখে এসে রেস্তোরাঁয় বসে খাবার খেলাম, ভালোই লাগছে। এখানে একটিই রেস্তোরাঁ। তবে খাবারের মান ও দাম ভালো। সবমিলে ভালো লেগেছে। শরীয়তপুর সদর থেকে সেতু দেখতে আসা নাজমা আক্তার বলেন, মেয়ে বায়না ধরেছে পদ্মা সেতু দেখবে, তাই মেয়েকে নিয়ে এসেছি সেতু দেখাতে। ঘুরে-দেখে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তাই মেয়েকে নিয়ে রেস্তোরাঁয় বসেছি। এখানে রেস্তোরাঁয় বসে খাওয়া দাওয়া করলাম।

পদ্মা সেতু সংলগ্ন নাওডোবা এলাকার ফুড এক্সপ্রেস রেস্তোরাঁর স্বত্বাধিকারী মো. তরিকুল ইসলাম বলেন, আমরাই প্রথম পদ্মা সেতু এলাকায় রেস্তোরাঁ দিয়েছি। প্রতিদিনই দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে মানুষ আসছে পদ্মা সেতু দেখতে। পদ্মা সেতু দেখে অন্য কোথাও বসার জায়গা না থাকায় আমার এই রেস্তোরাঁয় ভ্রমণপিপাসু মানুষ আসছে। তিনি আরও বলেন, এখানে রুটি, গ্রিল, কাবাবসহ চাইনিজ খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া রয়েছে পদ্মার ইলিশ। সেতুর উদ্বোধন উপলক্ষে আরও বিভিন্ন ধরনের খাবারের বিশেষ আয়োজন করা হচ্ছে। এছাড়া দূর দূরান্ত থেকে সেতু দেখতে আসা মানুষের রাতে থাকার জন্য আবাসিক হোটেল নির্মাণের কাজও চলমান রয়েছে বলে জানান তিনি।

সেতু এলাকায় ভ্রাম্যমান ফুচকা বিক্রেতা সাইফুল শেখ বলেন, আগে ভ্যান চালাতাম। পদ্মা সেতুর উদ্বোধনের তারিখ নির্ধারণের পর ভ্যান চালানো বাদ দিয়েছি। এখন ঘুরে ঘুরে ফুচকা বিক্রি করি। আগের চেয়ে রোজগারও ভালো হচ্ছে।

ফরিদপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি মো. কবিরুল ইসলাম সিদ্দিকী বলেন, উত্তাল পদ্মার বুকে একটি সেতু হবে এটা ছিল কল্পনাতীত। আজ সেই স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে। পদ্মা সেতু চালুর ফলে এ অঞ্চলের অর্থনীতির অবস্থা ভালো হবে। কৃষি অর্থনীতিরও নতুন দ্বার উন্মোচন হবে। পাশাপাশি দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের পর্যটনের নতুন দুয়ার খুলে গেলো। এই সেতুকে ঘিরে ইতোমধ্যে হোটেল, রেস্তোরাঁ, রিসোর্ট নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। অনেক মানুষের কর্মসংস্থানেরও ব্যবস্থা হবে।

সেতু দেখতে আসা গোলাম মাওলা বলেন, পদ্মা পাড়ের অপরূপ সৌন্দর্য আকৃষ্ট করছে সব বয়সের মানুষকেই। এই সেতু দেখতে প্রতিদিনই ভিড় করছেন পর্যটকরা। পদ্মার পাড় ও সেতুর আশপাশে নৌযানে ঘুরে মন ভরে দেখছেন স্বপ্নের সেতু। সেতুকে ঘিরে সরকারিভাবে পর্যটন এলাকা গড়ে তোলার আহবান জানান তিনি।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর আলতাফ হোসেন বলেন, পদ্মা সেতুকে ঘিরে দুই পাড়ে নতুন স্পট তৈরি হচ্ছে। সেতু ঘিরে পর্যটনের যে সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে বেসরকারি পর্যায়ে অনেক উদ্যোক্তাই এগিয়ে আসছেন। পর্যটন খাত এ অঞ্চলের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নেও বড় একটি ভূমিকা রাখবে।

ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক অতুল সরকার বলেন, যমুনা নদীর উপরে বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণের ফলে উত্তরবঙ্গের অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। ঠিক তেমনি পদ্মা নদীর উপর সেতু চালু হওয়ার পর দক্ষিনাঞ্চলের মানুষের ভাগ্য বদলে যাবে। তিনি আরো বলেন, পদ্মা সেতুর উদ্বোধনের ফলে দক্ষিনাঞ্চল পর্যটন ক্ষেত্রেও এগিয়ে যাবে। বিভিন্ন শিল্পগোষ্ঠী ইতিমধ্যেই ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য স্পট নির্বাচন করছেন। এছাড়া ফরিদপুরে একটি ইকোনমিক জোন করার জন্য সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।

(লেখকঃ বি.কে সিকদার সজল, নিজস্ব প্রতিবেদক, নয়া শতাব্দী এবং ফরিদপুর প্রতিনিধি, বাংলা ট্রিবিউন)

স্বপ্নের পদ্মা সেতু ॥ পরিবহন খাতে সোনালী সম্ভাবনার হাতছানি

হারুন অর রশীদ

পদ্মা সেতু ঘিরে ফরিদপুরসহ দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থায় আধুনিক ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে। ফলে পরিবহন সেক্টরেই প্রায় ১ হাজার কোটি টাকার নতুন বিনিয়োগ করার সম্ভবনার কথা পরিবহণ সেক্টরের মালিক ও শ্রমিক নেতাদের মুখে শোনা যাচ্ছে। পদ্মাসেতু চালু হলে রাজধানীর সাথে দক্ষিণ -পশ্চিমাঞ্চলের অন্তত ২১ টি জেলার মানুষের সরাসরি আরামদায়ক যাতায়াতের জন্য সড়কে নামবে অত্যাধুনিক বাস এমনটাই শোনা গেল ফরিদপুরবাসীর মুখে।

বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন কোম্পানি স্ক্যানিয়া, হুন্দাই ভলভো, অশোক লেল্যান্ড, আইচার, ও টাটার ও আইচারের চেসিস কিনে বাসের বডি তৈরির কাজ শুরু করছেন বাস মালিকরা। এমনটাই মনে করেন ফরিদপুর, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, গোপালগঞ্জ, , বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী, বরগুনা, পিরোজপুর, গোপালগঞ্জ, রাজবাড়ি, কুষ্টিয়া জেলার পরিবহন ব্যবসায়ীরা। পদ্মাসেতু চালু হলেই উল্লেখিত জেলাগুলোর পরিবহন খাতের ব্যাবসায়ীক দ্বার খুলে যাবে। ভাগ্য

পরিববর্তন হবে শত শত মালিক ও শ্রমিকদের।

পাশাপাশি দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বিলাসবহুল বাসগুলো ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, সিলেট, রংপুর, বগুড়া, খুলনা ও যশোর রুটেই বেশি চলাচল করলে উল্লেখিত জেলার ব্যবসায়ীরা খুব আরামদায়ক অবস্থায় যাতায়াত এবং অল্প সময়ের মধ্যে ও কম খরচে তারা বেশী স্বাবলম্বী হয়ে উঠবেন। তাই পদ্মা সেতু চালুর পর দক্ষিণাঞ্চলের জেলাগুলোতেও বিলাসবহুল বাসগুলো চলাচলের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

ফরিদপুরের শ্রমিক নেতা মো. জুবায়ের জাকির এবং ফরিদপুর মটর ওয়াকার্স শ্রমিক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শ্রমিক নেতা গোলাম মোঃ নাসির বলেন, পরিবহন খাতে এবার কমপক্ষে ১ হাজার কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগ হবে। এরমধ্যে শুধু শরীয়তপুরের পরিবহন ব্যবসায়ীরাই ৩০০ কোটি টাকা বিনিয়োগে করবেন বলে তিনি মত প্রকাশ করছেন। এ ধরনের বিনিয়োগের জোরালো উদ্যোগ নিয়েছেন বরিশাল, পটুয়াখালী, খুলনা, যশোর, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, মাগুরাসহ অন্য জেলাগুলোর পরিবহন মালিকরাও। এদের সকলের মধ্যে পদ্মাসেতু খুলে দেওয়া নিয়ে ঈদের মত আনন্দ বিরাজ করছে।

দেশের অত্যাধুনিক বাস কোম্পানি তথা- আইচার, হুন্দাই, ভলভো, স্কানিয়ার যাত্রীরা আরামেই দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোতে যাতায়াত করতে পারবেন। এ নিয়েও যাত্রীদের আনন্দের শেষ নেই।

এদিকে, ঢাকা থেকে গ্রীন লাইন কোম্পানি বরগুনা- পটুয়াখালীর কলাপাড়া পর্যন্ত সরাসরি বাস সার্ভিস চালুর উদ্যোগ নিয়েছে। পাশা-পাশি ফরিদপুর থেকে গোল্ডেন লাইন কোম্পানিও চিন্তা করছেন ফরিদপুর থেকে সরসরি চট্টগ্রাম এবং রাঙামাটি পরিবহন চালু করার। বিষয়টি নিশ্চিত করছেন গোল্ডেন লাইন পরিবহনের সিনিয়র সমন্বয়কারী মো. বাচ্চু মিয়া। অপরদিকে, আরো কয়েকটি কোম্পানি ঢাকা থেকে সরাসরি কুয়াকাটা পর্যন্ত বাস সার্ভিস চালুর উদ্যোগ নিয়েছে। এসি ও নন-এসি, চেয়ারকোচ ও স্লিপার বাসগুলো বরিশাল, পটুয়াখালী হয়ে কুয়াকাটায় যাতায়াত করবে বলে শোনা যাচ্ছে। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির মহাসচিব খন্দকার এনায়েত উল্ল্যাহ বলেন, পদ্মা সেতু চালু হলে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের পাশাপাশি পুরো বাংলাদেশে অর্থনৈতির একটা মহা বিপ্লব ঘটবে।

ঢাকা থেকে পদ্মার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের ২১ জেলার সাথে সরাসরি সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু হলে পরিবহন কোম্পানিগুলোর অত্যাধুনিক বাস বিভিন্ন জেলার সঙ্গে চলাচল শুরু করবে। ফলে পরিবহন সেক্টর হয়ে উঠবে দেশের প্রধান স্বর্ণময় অবস্থান। ফলে এ খাতে হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ উৎসাহিত হয়ে বাস নামলে অনেক মানুষের কর্মসংস্থান হবে, কমবে বেকারত্বও। খুব সহজে এবং কম সময়ের মধ্যে ঢাকায় আসা-যাওয়া করতে পারবে। পণ্যবাহী ট্রাকগুলোকে আর বিড়ম্বনায় পড়তে হবে না। ভাড়া কম লাগবে, পণ্যের দামও কমবে। পদ্মা সেতুর সুফল পুরো দেশবাসী পাবে। দেশের স্বনামধন্য এনআর শ্যামলী ট্রাভেলসের এমডি শুভংকর ঘোষ রাকেশ বলেন, পদ্মা সেতু খুলে যাওয়ার পর দেশের অর্থনৈতিক ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে একটি বড় পরিবর্তন আসবে। পরিবহন সেক্টরেও বিনিয়োগ বাড়বে। দূরত্ব কমবে, সময় বাঁচবে। তবে পরিবহন সেক্টরে বড় ধরনের বিনিয়োগ ও এর সুফল পেতে কিছুটা সময় লাগবে। বড় পরিবহন ব্যবসায়ীদের শত শত কোটি টাকা একসঙ্গে বিনিয়োগ করার বিষয়টি এখনো সময় ব্যাপার বলে আমি তিনি মনে করেন। যারা ব্যাংকের সহযোগিতা যত তাড়াতাড়ি পাবে তারা আগে বিনিয়োগ করতে পারবে। তারপরও যেহেতু নৌপথ অব্যাহত থাকবে রেল সুবিধা বাড়বে; তাই সবাই ভেবেচিন্তে সড়ক পথে বিলাসবহুল বাস নামানোর সিদ্ধান্ত নেবে। পদ্মা সেতু চালু হওয়ায় দীর্ঘদিনের ভোগান্তি ও অপেক্ষার পালা শেষ হবে এটাই বড় স্বস্তির ও আনন্দের বিষয়।

পথের দূরত্ব কমে যাওয়ার পাশাপাশি বাসের ভাড়াও কমবে। গ্রীন লাইন পরিবহনসহ বিভিন্ন কোম্পানির ৫০০ থেকে ৬০০ নতুন বাস ২১ জেলায় এবং ঢাকা-কলকাতা রুটে চালাবে বলে ফরিদপুরের শ্রমিক নেতা মান্নান হাওলাদার মনে করেন।

(লেখকঃ হারুন অর রশীদ, ফরিদপুর প্রতিনিধি, বাংলা নিউজ ২৪.কম ও দৈনিক বাংলাদেশ জার্নাল)

ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে ফ্লাইওভার

কুমারগঞ্জের হাট এখন উন্নত ইউরোপের জৌলুস ছড়াচ্ছে

হারুন আনসারী

স্বপ্নের পদ্মা সেতু স্বপ্নের মতোই বদলে দিয়েছে ফরিদপুরের গ্রামীণ জনপদ। ঢাকার সাথে সেতুর সাথে গড়ে তোলা এক্সপ্রেসওয়ের একপ্রান্ত এসে মিশেছে ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলার সাথে। পদ্মা সেতু থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটারের মতো এই নয়নাভিরাম চার লেনের সুপ্রশস্ত সড়ক এসে সংযুক্ত হয়েছে এখানে। সেতু প্রকল্পের অংশ হিসেবে এই ভাঙ্গার গোল চত্বরে গড়ে তোলা হয়েছে একটি চমৎকার ফ্লাইওভার। এই ফ্লাইওভার শুধু সড়ক চলাচলকে সহজ করছে তাই নয়; বরং এটি যেনো এই এলাকার মানুষের কাছে একটি দর্শনীয় স্থান হিসেবেও গড়ে উঠেছে। প্রতিদিন বিকেলে মানুষ সেখানে ভিড় করেন একটু মনোমুগ্ধকর সময় কাটানোর আশায়।

একসময়ের নৌপথ নির্ভর প্রাচীন ফরিদপুর জেলার প্রসিদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্র কুমারগঞ্জের নাম বদলে গড়ে ওঠা ভাঙ্গার হাটে আজ ইউরোপ-আমেরিকার মতো উন্নত বিশ্বের কাতারের প্রতিযোগিতায় জৌলুস ছড়াচ্ছে। ভাঙ্গা গোল চত্বরের এই অত্যাধুনিক ফ্লাইওভার নান্দনিক দ্যুতি ছড়াচ্ছে। দেখে মনেই হবেনা এটি সেই গ্রামীন জনপদ যেখানে যাত্রাপথে লেগে থাকতো শুধুই ভোগান্তি আর বিড়ম্বনা। ঘন্টার পর ঘন্টা যানজট আর সরু পথে সড়ক যাত্রার সেই দুর্ভোগের অবসান হয়েছে বিস্ময়করভাবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অন্যতম অগ্রাধিকার পদ্মা সেতু প্রকল্পের অংশ হিসেবে ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের উদ্বোধন করেন ২০২০ সালের ১২ মার্চ। ২০১৬ সালের মে মাসে এর কাজ শুরু হয়। দেশের প্রথম এই এশিয়ান এক্সপ্রেসওয়ের অংশ হিসেবে ভাঙ্গার গোল চত্বরে গড়ে তোলা হয়েছে এই নান্দনিক ফ্লাইওভারটি। এর মাধ্যমে বহুল প্রতীক্ষিত পদ্মা সেতু উদ্বোধনের পর ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলা সদর হয়ে উঠবে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১টি জেলার প্রবেশদ্বার। পদ্মা সেতু চালু হলে ভাঙ্গা থেকে দ্রুততম সময়ে রাজধানীতে পৌঁছানো যাবে। যার ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থায় ঘটে যাবে যুগান্তকারী বিপ্লব।

ভাঙ্গার গোল চত্বর থেকে চার লেইনের সুপরিসর চারটি সড়ক চলে গেছে চার দিকে। মাঝে দুটি ওভার ব্রীজ এবং নিচে বিস্তৃত বাইপাস ফ্লাইওভারটিকে নান্দনিক করে তুলেছে। ভাঙ্গা গোল চত্বরের এই ফ্লাইওভারের পশ্চিমে গোপালগঞ্জ হয়ে খুলনা-বেনাপোল সড়ক, দক্ষিণে মাদারীপুর, বরিশাল হয়ে পটুয়াখালীর পায়রা সেতু হয়ে সাগর কন্যা কুয়াকাটা, বরগুনা, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, ভোলা, গোপালগঞ্জ, নড়াইল, মাগুরা, খুলনা, বাগেরহাট, যশোর, সাতক্ষীরা পর্যন্ত সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হবে। উত্তর দিকের সড়কটি ফরিদপুর জেলা সদর হয়ে রাজবাড়ী, কুষ্টিয়া, মেহেরপুরের দিকে গেছে। এ সড়ক ধরেই দৌলতদিয়া ঘাটে ফেরি পার হয়ে মানিকগঞ্জ হয়ে ঢাকায় যাওয়া যায়। পদ্মা সেতু চালু হলে ঢাকা থেকে ফরিদপুরের ভাঙ্গা যেতে সময় লাগবে ৪০-৪৫ মিনিট। আগে লাগত পাঁচ থেকে ছয় ঘণ্টা।

পদ্মা সেতু চালু হলে এই মোড় ব্যবহার করে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১ জেলার মানুষ সড়ক যোগাযোগ পথে সরাসরি যুক্ত হবে রাজধানীর সঙ্গে। এতে সংযোগ সৃষ্টি হবে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র মোংলা, পায়রা ও বেনাপোল বন্দরের। এই পথে সড়কের পাশাপাশি তৈরি হচ্ছে রেল যোগাযোগ। বর্তমানে এক্সপ্রেসওয়ের পাশ দিয়েই চলছে এই রেল সড়ক নির্মাণের আরেক মহাযজ্ঞ।

জানা গেছে, নদীমাতৃক বাংলাদেশে যখন নৌ পথই ছিলো চলাচল ও পণ্য পরিবহণের প্রধান মাধ্যম, সেই আমলে আজকের ফরিদপুর, টেকেরহাট, গোপালগঞ্জ ও মাদারিপুর এলাকার কুমার নদী তীরবর্তী ব্যবসায়ীক অঞ্চল তথা গঞ্জ হিসেবে গড়ে উঠেছিলো কুমারগঞ্জ। কুমার নদীর দুই পাড়ের মানুষের জীবনজীবিকাও গড়ে উঠেছিলো এই কুমারগঞ্জকে কেন্দ্র করে। এ ইতিহাস আজ থেকে প্রায় শত বছর আগের। তবে দেশ স্বাধীনেরও আগে হঠাৎ করেই একদিন কুমারগঞ্জের কুমার নদীর দুই পাড়ের বাসিন্দাদের মাঝে হাট নিয়ে গন্ডগোল বাধে। এরপর নদীর দক্ষিণের গঞ্জ ছেড়ে উত্তরের মানুষেরা নদীর এপাড়ে গড়ে তোলে কুমারগঞ্জ ভাঙ্গার হাট। মুখে মুখে এটি ভাঙ্গার হাট বা ভাঙ্গার বাজার নামে পরিচিত হয়ে উঠে। এভাবেই ভাঙ্গার নামকরণ বলে জানা গেছে। এই ভাঙ্গা প্রথমে একটি থানা এবং পরবর্তীতে উপজেলা সদরে রুপ লাভ করে। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সড়ক যোগাযোগ পথে ঢাকার সাথে মাওয়া ফেরি ঘাট হয়ে খুলনা জেলার সাথে সংযোগস্থাপনকারী এশিয়ান হাইওয়ে নির্মিত হওয়ার পর দুই হাজার সালের প্রথম দিকের সময় হতেই ভাঙ্গা উপজেলার গুরুত্ব বাড়তে থাকে।

বহুল প্রতিক্ষিত পদ্মা সেতু উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে এখন সারাদেশের নজর জুড়ে এশিয়ান এক্সপ্রেসওয়ে। জনমনে সৃষ্টি

হয়েছে ব্যাপক প্রাণচাঞ্চল্য। পদ্মা সেতু চালু হলে শুধুমাত্র এ ফরিদপুরসহ দক্ষিণাঞ্চলের ২১ জেলার সাথে রাজধানী ঢাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ হবে শুধু তাই নয়; একইসাথে এই সেতু চালু হলে ফরিদপুরের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে নবদিগন্তের সূচনা হবে। পদ্মা সেতু দিয়ে ফরিদপুরে পাইপলাইনে গ্যাস সঞ্চালনের পথ সুগম হবে। ফরিদপুরে গড়ে উঠবে সরকারি- বেসরকারি উদ্যোগে নানা প্রতিষ্ঠান এবং ভারি শিল্প কলকারখানা। এতে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে এবং এখানকার মানুষের ব্যাপক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। যা দেশের জাতীয় আয় তথা জিডিপি প্রবৃদ্ধিতেও ভূমিকা রাখবে। সবমিলিয়ে ফরিদপুরের দীর্ঘদিনের চিত্রই বদলে যাবে এই স্বপ্নের পদ্মা সেতুর বদৌলতে।

ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক অতুল সরকার বলেন, পদ্মা সেতু চালু হলে ভাঙ্গার গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পাবে। এই অঞ্চলকে ঘিরে একটি ইকোনমিক জোন গড়ে তোলার প্রস্তার পাঠানো হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রধানমন্ত্রী ভাঙ্গায় পদ্মা সেতু জাদুঘর গড়ে তোলার ঘোষণা দিয়েছেন। এছাড়া ভাঙ্গায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক মান মন্দির ও তাতপল্লীসহ নানাবিধ উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। পদ্মা সেতু এই অঞ্চলের অর্থনীতিতে বিরাট প্রভাব ফেলবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এটি দেশের সার্বিক অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

(লেখকঃ হারুন আনসারী, ফরিদপুর প্রতিনিধি, বাংলাভিশন টেলিভিশন)

পদ্মা সেতু চালু হলে কেমন হবে দৌলতদিয়ার চিত্র

হেলাল মাহমুদ

স্বপ্নের পদ্মা সেতু চালু হওয়ার পর বদলে যাবে পুরো বাংলাদেশসহ দৌলতদিয়া ঘাটের চিত্র। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১ জেলার মানুষের অর্থনৈতিক-সামাজিক মুক্তির দ্বারও দৌলতদিয়া ফেরিঘাট। ভোগান্তির অপর যে নাম ছিল দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌরুট। সেই নৌরুট এখন হবে স্বস্তির অপর নাম।

পদ্মা সেতু চালু হলে চিরাচরিত রূপ পাল্টে যাবে এই নৌরুটটির। এছাড়াও যানবাহনের অতিরিক্ত চাপ কমবে। দৌলতদিয়ায় যেখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা যানবাহন অপেক্ষা করতে হতো সে অপেক্ষা আর করতে হবে না। পদ্মা নদী পাড়ি দেওয়ার জন্য দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌরুট দিয়ে প্রতিদিন কয়েক হাজার যানবাহন নদী পারাপার হতো। সেতু চালু হলে সে ভোগান্তি আর থাকবে না।

ঈদের সময়গুলোতে যানবাহনের সংখ্যা বেড়ে যায় কয়েকগুণ। যার কারণে নানা ধরনের ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রী ও চালকরা। দিনের পর দিন নদী পারের অপেক্ষায় পণ্যবাহী ট্রাকগুলোকে অপেক্ষা করতে হয় খোলা আকাশের নিচে। মানবেতার জীবনযাপন করেন চালক ও চালকের সহকারীরা।

এছাড়া নদী পাড়ি দেওয়ার জন্য দূরপাল্লার যাত্রীবাহী পরিবহণ ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রোদ-বৃষ্টি উপেক্ষা করে অপেক্ষায় থাকতে হয় ফেরির। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পরিবহনের মধ্যে থেকে প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়েন নারী, শিশু ও বয়স্কদের পড়তে হয় চরম ভোগান্তিতে।

কিন্তু আশার কথা হলো- পদ্মা সেতু চালু হয়ে গেলে এ নৌরুটে চাপ কমবে যানবাহনের এমনটাই প্রত্যাশা করছেন যাত্রী ও চালকরা। দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌরুটে যে ভোগান্তি পোহাতে হতো সেটার অবসান ঘটতে যাচ্ছে। তখন আর ফেরির জন্য দিনের পর দিন অপেক্ষা করতে হবে না কোনো যানবাহনেরই। সৌহার্দ্য পরিবহনের দৌলতদিয়ার ঘাট সুপারভাইজার মনির হোসেন বলেন, এ নৌরুটে দূরপাল্লার পরিবহণগুলো কমতে শুরু করেছে।

দৌলতদিয়া ৫ নম্বর ফেরিঘাট এলাকার হোটেলের মালিক গফুর সেখ জানান, ইতোমধ্যে গাড়ির পরিমান কমতে শুরু করেছে।

দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌরুটে নিয়মিত চলাচলকারী বিভিন্ন গ্রুপের পরিবহনের যাত্রী ও একাধিক পণ্যবাহী ট্রাকের চালকরা বলেন, ভোগান্তির অপর নাম ছিল দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌরুট। এ নৌরুটে সব সময় যানজট ও দীর্ঘ গাড়ির সারি সব সময় লেগেই থাকতে। এখন আশা করছি সেই ভোগান্তি আর এখন আমাদের পোহাতে হবে না। পদ্মা সেতু চালু হয়ে গেলে এই নৌরুটে অনেক যানবাহনের চাপ কমে যাবে। সেক্ষেত্রে খুব দ্রুতই আমরা নদী পার হতে পারবে। পদ্মা সেতু নির্মাণের মাধ্যমে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১ জেলার মানুষের এ ভোগান্তি লাঘব হবে।

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহনের (বিআইডব্লিউটিসি) কর্মকর্তারা বলেন, পদ্মা সেতু চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই এই নৌরুটে যানবাহনের চাপ কমে যাবে। কিছু কিছু জেলার যানবাহন তখন সরাসরি পদ্মা সেতু পাড়ি দিয়ে ঢাকাতে প্রবেশ করবে। আবার ঢাকা থেকে তারা পদ্মা সেতু হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ঢুকবে।

(লেখকঃ হেলাল মাহমুদ, জেলা প্রতিনিধি, রাজবাড়ী, দৈনিক যুগান্তর ও নাগরিক টিভি)